আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

প্রশিক্ষণ মডিউল

পরিবেশবান্ধব পর্যটন গাইড উন্নয়ন

(সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার যুব ও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নির্বাচিত সদস্য এবং নিসর্গ সহায়কদের জন্য)

Tranining Module on Eco Guide Development

(For Local Youth and Selected CMO Members)

আগষ্ট, ২০১৪

ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলিহুডস্ (ক্রেল) প্রকল্প

বন অধিদপ্তর

Department of Environment

পরিবেশবান্ধব পর্যটন গাইডদের জন্য
প্রশিক্ষণ মডিউল

(সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার যুব ও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নির্বাচিত সদস্য এবং নিসর্গ সহায়কদের জন্য)

প্রকাশক	ঃ	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলিহুডস্ (ক্রেল) প্রকল্প
সরকারী পার্টনার	ঃ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তর
মূল রচনা	ঃ	পারভেজ কামাল পাশা
সম্পাদনা, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন	ঃ	এম. এ. ওয়াহাব ইলোরা শারমীন
পরিমার্জনকাল	ঃ	আগষ্ট, ২০১৪
কপি রাইট	ঃ	ক্রেল প্রকল্প
প্রচ্ছদ ডিজাইন	ঃ	মোঃ জব্বার হোসেন
অর্থায়ন	ঃ	ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি)

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের রক্ষিত বন, জলাভূমি এবং পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য নিসর্গ ও আইপ্যাক এর ধারাবাহিকতায় ২০১২ সাল থেকে ইউএসআইডি এর অর্থায়নে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তর এর সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলিহুডস্ (ক্রেল) প্রকল্প। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে তেমনি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মানুষের জীবন-জীবিকা। তাই, রক্ষিত এলাকার উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জ্ঞান প্রদানের পাশাপাশি তাঁদেরকে স্বনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা ক্রেল প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।

রক্ষিত এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রাম সংরক্ষক দলের (ভিসিএফ) সদস্যবৃন্দ, সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, ইউনিয়ন কনজারভেশন কমিটি (ইউসিসি), পিপলস ফোরাম (পিএফ), সম্পদ ব্যবহারকারী দল (আরইউজি) এবং নিসর্গ সহায়ক (এন.এস) দের পাশাপাশি স্থানীয় যুবকদের ইকোগাইড হিসাবে কর্মসংস্থানের ভিতর দিয়ে রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণের জন্য পরিবেশবান্ধব পর্যটনের উপর তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিসর্গ প্রকল্পে অনুভূত হলে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইপ্যাক প্রকল্পকালীন সময় মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেয়া জন্য মডিউল প্রণয়ন করা হয় এবং ক্রেল প্রকল্পে তা পরিমার্জিত করে আরও সহজ-মানসম্পন্ন-যুগোপোযোগী করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের সামর্থ্যতা বৃদ্ধি মূলত প্রকল্পের লক্ষ্য সাধনে ও অর্জনে অবদান রাখবে এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কাজে অংশগ্রহণে প্রনোদিত করবে।

এই মডিউলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে খুব সহজ ও সাধারণ ভাষায় বিস্তারিতভাবে প্রশিক্ষণে উপস্থাপিত বিষয়গুলোর বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে উপযুক্ত উপকরণ ও প্রক্রিয়াসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে যার প্রেক্ষিতে একজন প্রশিক্ষক সহজে ও সাচ্ছন্দ্যে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে পারবেন। মডিউলটিতে ২৩টি বিষয়ভিত্তিক অধিবেশন উপস্থাপন করা হয়েছে। চারদিনের এই প্রশিক্ষণে, অংশগ্রহনকারীরা প্রশিক্ষণের মূল আলোচ্য বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে জানার পাশাপাশি মাঠে গিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন।

এই প্রশিক্ষণ মডিউলটি মূল রচনা করেছেন- পারভেজ কামাল পাশা এবং সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছেন- এম.এ.ওয়াহাব ও ইলোরা শারমীন এবং যারা মডিউলটি তৈরীতে সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমরা আশা করি, এই মডিউল থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা পরিবেশ বান্ধব পর্যটন বিষয়ক সুস্পষ্ট ধারণা পাবেন।

জন এ ডর, পিএইচডি
ডেপুটি চিফ অফ পার্টি
ক্রেল প্রকল্প

" পরিবেশ বান্ধব পর্যটন গাইড " প্রশিক্ষণ
(Training on EcoGuide)
(সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার যুব ও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নির্বাচিত সদস্য এবং নিসর্গ সহায়কদের জন্য)

প্রশিক্ষণ অধিবেশন সূচী

প্রশিক্ষণের স্থান ঃ-------------------------------------

১ম দিন, তারিখ ঃ----------------------------------

সময়	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
০৮ঃ৪৫-৯ঃ০০	নিবন্ধন	নিবন্ধন ফরম	ফেসিলিটেটর
০৯ঃ০০-৯ঃ৩০	প্রারম্ভিক অধিবেশন ঃ স্বাগত বক্তব্য, উদ্বোধন ও সূচনা এবং প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি ও পরিচিতি। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য । অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা যাচাই	আলোচনা, দ্বৈত/একক পরিচয়, ভিপ কার্ড, পোষ্টার প্রদর্শন	
০৯ঃ৩০-১০ঃ০০	অধিবেশন-১ঃ ক্রেল প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন (পিপিপি)/ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	
১০ঃ০০-১০ঃ৩০	অধিবেশন-২ঃ রক্ষিত এলাকা এবং রক্ষিত বন এলাকা বিষয়ক আইন কানুন	আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন (পিপিপি)/ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	
১০ঃ৩০-১০ঃ৪৫	স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান	অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ	ফেসিলিটেটর
১০ঃ৪৫-১১ঃ১৫	অধিবেশন-৩ঃ ইকোট্যুরিজম ও এর মূলনীতি, বাংলাদেশে ইকোট্যুরিজমের ক্ষেত্রসমুহ ও চাহিদা	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	
১১ঃ১৫-১১ঃ৪৫	অধিবেশন-৪ঃ পর্যটন ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা	আলোচনা, পিপিপি/ ফ্লিপ চার্ট, ছোট দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা, প্রশ্ন ও উত্তর	
১১ঃ৪৫-১২ঃ১৫	অধিবেশন-৫ঃ পর্যটন গাইডের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	আলোচনা, পিপিপি/ ফ্লিপ চার্ট, ছোট দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা, প্রশ্ন ও উত্তর	
১২ঃ১৫-১৩ঃ০০	অধিবেশন-৬ঃ পরিবেশবান্ধব পর্যটনের ফলে রক্ষিত এলাকায় সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	
১৩ঃ০০-১৪ঃ০০	স্বাস্থ্য বিরতি ও দুপুরের খাবার	অংশগ্রহণকারীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা	ফেসিলিটেটর
১৪ঃ০০-১৪ঃ৩০	অধিবেশন-৭ঃ রক্ষিত এলাকায় পর্যটকগণের জন্য নিয়মাবলি	আলোচনা, পিপিপি/ ফ্লিপ চার্ট, ছোট দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা, প্রশ্ন ও উত্তর	
১৪ঃ৩০-১৫ঃ০০	অধিবেশন-৮ঃ রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণের সময় করণীয় ও বর্জনীয়	আলোচনা, পিপিপি/ ফ্লিপ চার্ট, ছোট দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা, প্রশ্ন ও উত্তর	
১৫ঃ০০-১৫ঃ৩০	অধিবেশন-৯ঃ রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা	আলোচনা, পিপিপি/ ফ্লিপ চার্ট, ছোট দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা, প্রশ্ন ও উল্টর	
১৫ঃ৩০-১৫ঃ৪৫	স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান	অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ	ফেসিলিটেটর
১৫ঃ৪৫-১৬ঃ১৫	অধিবেশন-১০ঃ রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য পরিচিতি	আলোচনা, পিপিপি/ ফ্লিপ চার্ট, ছোট দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনা, প্রশ্ন ও উল্টর	
১৬ঃ১৫-১৬ঃ৪৫	অধিবেশন-১১ঃ রক্ষিত এলাকার পাখি পরিচিতি	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	

২য় দিন, তারিখ ঃ-----------------------------------

সময়	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
০৮ঃ০০-৮ঃ১০	১ম দিনের পুনরালোচনা	বড় দলীয় আলোচনা	
০৮ঃ১০-১২ঃ০০	অধিবেশন-১২ঃ রক্ষিত এলাকায় ব্যবহারিক অনুশীলন	আলোচনা, ফ্লিপ চার্ট/ ছবি প্রদর্শন এবং প্রশ্ন ও উত্তর	
০৯ঃ৩০-৯ঃ৪৫	স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান	অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ	ফেসিলিটেটর
১২ঃ০০-১৩ঃ০০	অধিবেশন-১৩ঃ রক্ষিত এলাকায় গাছ-পালার পরিচিতি	আলোচনা, ফ্লিপ চার্ট/ ছবি প্রদর্শন এবং প্রশ্ন ও উল্টর	
১৩ঃ০০-১৪ঃ০০	স্বাস্থ্য বিরতি ও দুপুরের খাবার	অংশগ্রহণকারীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা	ফেসিলিটেটর
১৪ঃ০০-১৭ঃ০০	অধিবেশন-১৪ঃ রক্ষিত এলাকায় ব্যবহারিক অনুশীলন ও পর্যালোচনা	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	
১৫ঃ৩০-১৫ঃ৪৫	স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান	অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ	ফেসিলিটেটর

৩য় দিন, তারিখ ঃ-----------------------------------

সময়	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
০৮ঃ০০-৮ঃ৩০	২য় দিনের পুনরালোচনা	বড় দলীয় আলোচনা	
০৮ঃ৩০-২ঃ৩০	অধিবেশন-১৫ঃ রক্ষিত এলাকায় ব্যবহারিক অনুশীলন ও পর্যালোচনা	আলোচনা, ফ্লিপ চার্ট/ ছবি প্রদর্শন এবং প্রশ্ন ও উত্তর	
০৯ঃ৩০-৯ঃ৪৫	স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান	অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ	ফেসিলিটেটর
১২ঃ৩০-১৩ঃ০০	অধিবেশন-১৬ঃ রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে অনবরত জ্ঞান বৃদ্ধির প্রক্রিয়া	আলোচনা, ফ্লিপ চার্ট/ ছবি প্রদর্শন এবং প্রশ্ন ও উত্তর	
১৩ঃ০০-১৪ঃ০০	স্বাস্থ্য বিরতি ও দুপুরের খাবার	অংশগ্রহণকারীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা	ফেসিলিটেটর
১৪ঃ০০-১৪ঃ৩০	অধিবেশন-১৭ঃ রক্ষিত এলাকার মানচিত্র পরিচিতি	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	
১৪ঃ৩০-১৬ঃ০০	অধিবেশন-১৮ঃ প্রকৃতি ব্যাখ্যা দক্ষতা	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	
১৬ঃ০০-১৬ঃ১৫	স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান	অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ	ফেসিলিটেটর
১৬ঃ১৫-১৭ঃ১৫	অধিবেশন-১৯ঃ রক্ষিত এলাকার আশেপাশের পর্যটন স্থানসমূহের পরিচিতি	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	
১৭ঃ১৫-১৭ঃ৩০	দিনের পর্যালোচনা	আলোচনা, বড় দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	

৪র্থ দিন, তারিখ ঃ-----------------------------------

সময়	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
০৮ঃ৩০-৯ঃ০০	১ম,২য় ও ৩য় দিনের পুনরালোচনা	বড় দলীয় আলোচনা	
০৯ঃ০০-১০ঃ০০	অধিবেশন-২০ঃ পরিবেশবান্ধব পর্যটকগণের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও প্রদর্শনকালীন আচরন	আলোচনা, ফ্লিপ চার্ট/ ছবি প্রদর্শন এবং প্রশ্ন ও উত্তর	
১০ঃ০০-১০ঃ১৫	স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান	অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ	ফেসিলিটেটর
১০ঃ১৫-১১ঃ৪৫	অধিবেশন-২১ঃ রক্ষিত বন এলাকার ভৌগলিক ও জীব-বৈচিত্র্য সংক্রান্ত তথ্য এবং সামাজিক-সংস্কৃতিক ঐতিহ্য পরিচিতি	আলোচনা, ফ্লিপ চার্ট/ ছবি প্রদর্শন দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উত্তর	
১১ঃ৪৫-১৩ঃ৩০	অধিবেশন-২২ঃ রক্ষিত এলাকায় পরিবেশবান্ধব পর্যটনের লক্ষ্যে পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ পরিকল্পনা	আলোচনা, দলীয় কাজ ও আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উল্টর	
১৩ঃ৩০-১৪ঃ৩০	স্বাস্থ্য বিরতি ও দুপুরের খাবার	অংশগ্রহণকারীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা	ফেসিলিটেটর
১৪ঃ৩০-১৫ঃ৩০	অধিবেশন-২৩ঃ কার্যপরিকল্পনা তৈরী	আলোচনা, দলীয় আলোচনা এবং প্রশ্ন ও উল্টর	
১৫ঃ৩০-১৬ঃ০০	স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান	অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ	ফেসিলিটেটর
১৬ঃ০০-১৭ঃ০০	সমাপনি অধিবেশন ঃ প্রশিক্ষণ পরবর্তী শিখন যাচাই, প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও প্রত্যাশা যাচাই এবং প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান ও সমাপ্তি ঘোষনা	শিখন যাচাই ফরমেট, মূল্যায়ন ফরমেট, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা	

সূচিপত্র

প্রশিক্ষণ মডিউল ব্যবহারের নির্দেশিকা		১
প্রারম্ভিক অধিবেশন	স্বাগত বক্তব্য, উদ্বোধন ও সূচনা এবং প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি ও পরিচিতি। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য । অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা যাচাই	৪
অধিবেশন ১	ক্রেল প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	৫
অধিবেশন ২	রক্ষিত এলাকা এবং রক্ষিত বন এলাকা বিষয়ক আইন কানুন	৭
অধিবেশন ৩	ইকোট্যুরিজম ও এর মূলনীতি, বাংলাদেশে ইকোট্যুরিজমের ক্ষেত্রসমুহ ও চাহিদা	৯
অধিবেশন ৪	পর্যটন ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা	১২
অধিবেশন ৫	পর্যটন গাইডের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	১৫
অধিবেশন ৬	পরিবেশবান্ধব পর্যটনের ফলে রক্ষিত এলাকায় সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ	১৭
অধিবেশন ৭	রক্ষিত এলাকায় পর্যটকগণের জন্য নিয়মাবলি	১৮
অধিবেশন ৮	রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণের সময় করণীয় ও বর্জনীয়	২১
অধিবেশন ৯	রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা	২২
অধিবেশন ১০	রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য পরিচিতি (বনজ ও জলজ)	২৪
অধিবেশন ১১	রক্ষিত এলাকার পাখি পরিচিতি (বনজ ও জলজ)	২৫
অধিবেশন ১২	রক্ষিত এলাকায় ব্যবহারিক অনুশীলন	২৮
অধিবেশন ১৩	রক্ষিত এলাকায় গাছ-পালার পরিচিতি	২৯
অধিবেশন ১৪	রক্ষিত এলাকায় ব্যবহারিক অনুশীলন	৩০

অধিবেশন ১৫	রক্ষিত এলাকায় ব্যবহারিক অনুশীলন	৩২
অধিবেশন ১৬	রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে অনবরত জ্ঞান বৃদ্ধির প্রক্রিয়া	৩৩
অধিবেশন ১৭	রক্ষিত এলাকার মানচিত্র পরিচিতি	৩৪
অধিবেশন ১৮	প্রকৃতি ব্যাখ্যা দক্ষতা	৩৫
অধিবেশন ১৯	রক্ষিত এলাকার আশেপাশের পর্যটন স্থানসমূহের পরিচিতি	৩৮
অধিবেশন ২০	পরিবেশবান্ধব পর্যটকগণের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও প্রদর্শনকালীন আচরন	৪০
অধিবেশন ২১	রক্ষিত বন এলাকার ভৌগলিক ও জীব-বৈচিত্র্য সংক্রান্ত তথ্য এবং সামাজিক-সংস্কৃতিক ঐতিহ্য পরিচিতি	৪২
অধিবেশন ২২	রক্ষিত এলাকায় পরিবেশবান্ধব পর্যটনের লক্ষ্যে পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ পরিকল্পনা	৪৩
অধিবেশন ২৩	কার্যপরিকল্পনা তৈরী	৪৭
সমাপনি অধিবেশন	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন, প্রত্যাশা যাচাই ও প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান ও সমাপ্তি ঘোষনা	৪৮
সংযোজনী -১	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী শিখন যাচাই পত্র	৪৯
সংযোজনী -২	প্রশিক্ষণ পরবর্তী শিখন যাচাই পত্র	৫০
সংযোজনী -৩	নিবন্ধন পত্র	৫১
সংযোজনী -৪	প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পত্র	৫২

প্রচ্ছদ ছবির পরিচিতি ঃ ১. ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার, চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারণ্য; সূত্র: ইলোরা শারমীন

২. ফরেষ্ট ট্রেল, লাউয়াছরা জাতীয় উদ্যান; সূত্র: ইন্টারনেট

৩. রক্ষিত এলাকার তথ্য বোর্ড, চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারণ্য;সূত্র: ইলোরা শারমীন

Table of content

Instraction of the use of training module		1
Introductory session	Registration, Welcome Speech, Inauguration,Creation of Training Environment, Self Introduction of Participants, objective of the training, expectation from the Training.	4
Session 1	Introduction to CREL	5
Session 2	Protected Area and Laws and Acts of Protected Area	7
Session 3	Concept of Ecotourism, Sector and Scope of Ecotourism in Bangladesh	9
Session 4	Concept on Tourism and Eco Tourism	12
Session 5	Qualification of a Eco Guide	15
Session 6	Advantage of the Eco Tourism in Protected Area	17
Session 7	Rules for the Tourist to Visit a Protected Area	18
Session 8	Do's and Don't for Visitor in Protected Area	21
Session 9	Concept on Biodiversity in Protected Area	22
Session 10	Introduction to Wildlife in Protected Area	24
Session 11	Introduction of Birds in Protected Area	25
Session 12	Field Work and Prectical Excercise in Protected Area	28

Session 13	Introduction of Plants in Protected Area	29
Session 14	Field Work and Prectical Excercise in Protected Area	30
Session 15	Field Work and Prectical Excercise in Protected Area	32
Session 16	Process of Continuous Knowledge Gather about Biodiversity in Protected Area	33
Session 17	Introduction to Maps of Protected Area	34
Session 18	Skill on Explain the Nature of Protected Area	35
Session 19	Important Tourist Spot nearby Protected Area	38
Session 20	Relation build-up with Tourist	40
Session 21	Brife Details on Geographic Area, Biodiversity and Socio-cultural condition of Protected Area	42
Session 22	Tour Plan Preparation of Ecotourism in Protected Area	43
Session 23	Preparation of Work Plan	47
Closing Session	Learning Assessment , Training Evaluation, Closing ceromony	48
Annex -1	Pre Training Learning Assessment Form	49
Annex -2	Post Training Learning Assessment Formtected Area	50
Annex-3	Registration Form	51
Annex-4	Post Training Evaluation Form	52

প্রশিক্ষণ মডিউল ব্যবহারের নির্দেশিকা

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য :

- প্রশিক্ষণার্থীরা পরিবেশবান্ধব পর্যটন এর সাথে CREL এর কাজকর্মকে সম্পর্কিত করতে পারবেন
- রক্ষিত এলাকার প্রধান প্রধান উদ্ভিদ ও প্রাণি সম্পর্কে পরিবেশ বান্ধব পর্যটকদেরকে বর্ণনা ও প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন
- পর্যটন ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটনের ফলে সম্ভাব্য সুবিধাসমুহ বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন
- ভৌগলিক ও জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত তথ্য এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হবেন
- ফলপ্রসু যোগাযোগের জন্য তথ্য বিনিময়ের কৌশল প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন
- পরিবেশবান্ধব পর্যটকগণের সাথে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপন ও প্রদর্শনকালীন সঠিক আচরণ করতে সক্ষম হবেন

অংশগ্রহণকারী :

- গ্রাম সংরক্ষক দলের সদস্যবৃন্দ, সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, ইউনিয়ন কনজারভেশন কমিটি (ইউসিসি), পিপলস ফোরাম (পিএফ), সম্পদ ব্যবহারকারী দল (আরইউজি), এবং নিসর্গ সহায়ক (এন.এস)।

প্রশিক্ষণের প্রধান বিষয়সমূহ :

- রক্ষিত এলাকা এবং রক্ষিত বন এলাকা বিষয়ক আইন কানুন
- ইকোট্যুরিজম ও এর মূলনীতি, বাংলাদেশে ইকোট্যুরিজমের ক্ষেত্রসমুহ ও চাহিদা
- পর্যটন ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা
- পর্যটন গাইডের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
- রক্ষিত এলাকায় পর্যটকগণের জন্য নিয়মাবলি
- রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণের সময় করণীয় ও বর্জনীয়
- রক্ষিত এলাকার বন্যপ্রানী, পাখি, গাছ পালার পরিচিতি
- রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে অনবরত জ্ঞান বৃদ্ধির প্রক্রিয়া
- প্রকৃতি ব্যাখ্যা দক্ষতা

সময়সীমা :

এই প্রশিক্ষণের সময়সীমা সর্বাধিক ৪ দিন এবং প্রতিদিন কমপক্ষে ৬ ঘন্টা হবে। মডিউলের অধিবেশনে সেশন ভিত্তিক নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা আছে। অংশগ্রহণকারীদের বন ও জলাভূমি এলাকার অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়গুলো উপর অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে। প্রশিক্ষণের প্রতিটি সেশনে ৫ থেকে ৭ মিনিট সময় কম-বেশী লাগতে পারে।

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা :

২০-২৫ জন উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রশিক্ষণে বিভিন্ন অধিবেশন পদ্ধতির ব্যবহার :

এই মপিউলটিতে ২৩টি বিষয়ভিত্তিক অধিবেশন আছে। পুরো অধিবেশনে অংশগ্রহণমূলক আলোচনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় অংশগ্রহণকারীদের বন ও জলাভূমি এলাকার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে এবং অভিজ্ঞতা ও আলোচিত বিষয়বস্তুর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। যেসব এলাকায়

বনভূমি আছে সেসব এলাকায় সহায়ক বনভূমি নিয়ে এবং যেসব এলাকায় জলাভূমি আছে সেসব এলাকায় সহায়ক জলাভূমি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

সহায়কের জন্য কিছু টিপস্ :

- অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত শুভেচ্ছা জানান এবং কুশল বিনিময় করুন
- সবার বসার জন্য স্থান ও পরিবেশ তৈরি করুন এবং সবাই ঠিকভাবে ইউ আকারে (U- shape) বসতে পেরেছেন কিনা নিশ্চিত হোন
- সেশন প্ল্যান (পাঠ পরিকল্পনা) অনুযায়ী অধিবেশন পরিচালনা করুন
- আলোচ্য অধিবেশনের শিরোনাম বলুন
- সহজ, সুন্দর ও সাবলীলভাবে বিষয়বস্তু/তথ্য উপস্থাপন করুন
- তথ্য ও পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহায়িকায় দেয়া নির্দেশনা অনুসরণ করুন
- আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও অভিজ্ঞতা শুনুন এবং স্থাণীয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা করুন।
- অধিবেশন শেষে আলোচনার সার-সংক্ষেপ করুন এবং করণীয় নির্ধারণ করুন
- পরবর্তী অধিবেশনের আলোচ্য সময় ও স্থান সম্পর্কে জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন
- গত অধিবেশনের ওপর পুনরালোচনা দিয়ে শুরু করুন
- ব্যবহারিক অধিবেশন গুলোতে অংশগ্রহনকারীদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হোন

প্রশিক্ষণ পূর্ব ও পরবর্তী শিখন যাচাই পদ্ধতি :

- প্রারম্ভিক অধিবেশন চলাকালীন সময় অথবা পরে প্রশিক্ষণ পূর্ব শিখন যাচাই পত্রটি অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে এবং তাঁরা সেটি পূরণ করার পর, সহায়ক অংশগ্রহনকারীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পূর্ব শিখন যাচাই পত্রটি গ্রহণ করবেন।
- প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ পরবর্তী শিখন যাচাই গ্রহণ করতে হবে।
- সহায়কের জন্য শিখন যাচাই পত্রের নমুনা সংযোজনী -১ ও ২ এ দেয়া হল।

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধতি :

- প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন যাচাই এর জন্য সংযোজনী-৪ এ দেয়া নমুনাটি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- এক্ষেত্রে, নমুনাটি একটি পোষ্টার কাগজে লিখে বোর্ডে ঝুলিয়ে দিতে হবে এবং বোর্ডটি ঘুরিয়ে রাখতে হবে যাতে সবাই দেখতে না পায়।
- এরপর একজন একজন করে প্রশিক্ষণার্থীকে উক্ত বোর্ডের কাছে এনে তাঁর নিজের মতামতটি উল্লেখ্য করতে বলতে হবে।
- প্রশিক্ষণার্থী তাঁর মতামত প্রদানের ঘরে 'দাগ' (/) দিয়ে চিহ্নিত করবেন। যেমন: ১০জন প্রশিক্ষণার্থী তাঁদের মত দিলেন-

নং	ডবষয়	☺ ভালভাবে পূরণ হয়েছে	😐 মোটামুটি পূরণ হয়েছে	☹ পূরণ হয়নি
১	প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে	/////	///	//

অধিবেশন পরিকল্পনা

প্রথম দিন

প্রারম্ভিক অধিবেশন

স্বাগত বক্তব্য ,উদ্বোধন, কোর্স পরিচিতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, পরিচয় পর্ব ও প্রত্যাশা যাচাই

সময় : ৩০ মি.

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- একে অন্যের সাথে পরিচিত হবেন
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণসূচী জানবেন
- প্রত্যাশা ব্যক্ত করতে সামর্থ্য হবেন
- জড়তা কাটিয়ে প্রশিক্ষণে সাবলিলভাবে অংশগ্রহণ করবেন

পদ্ধতি : উম্মুক্ত আলোচনা, পোষ্টার প্রদর্শন, ভিপ কার্ড ও প্রত্যাশা যাচাই

উপকরণ : পোষ্টার পেপার, আর্ট লাইন মার্কার, ভিপ কার্ড, নিবন্ধন ফরম

প্রশিক্ষকের করণীয় :

- মূল অধিবেশন শুরু করার পূর্বে সহায়ক অংশগ্রহনকারীদের নিবন্ধন গ্রহন করবেন (নিবন্ধন পত্রের নমুনা সংযোজনী-৩ এ দেয়া আছে)।
- সহায়ক সরকারী বা বেসরকারী কর্মকর্তা অথবা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দিয়ে প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করাবেন
- সহায়ক প্রশিক্ষণার্থীগণের বোঝার সক্ষমতা অনুযায়ী পছন্দ মত একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিচিতি পর্ব পরিচালনা করবেন
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণসূচী ব্যাখ্যা করবেন
- প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যেককে একটি ভিপ কার্ড দিয়ে অথবা উন্মুক্তভাবে প্রশ্ন করে তাদের প্রত্যাশা জানবেন
- সকলের প্রত্যাশাগুলো শ্রেণী অনুযায়ী বোর্ডে ঝুলিয়ে দিবেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্ত করবেন
- এই অধিবেশনের একপর্যায়ে সহায়ক প্রশিক্ষণ পূর্ব শিখন যাচাই করবেন (শিখন যাচাই এর নমুনা সংযোজনী-১ এ দেয়া আছে)।

অধিবেশন ১

ক্রেল প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

সময় : ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- ক্রেল প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি তা বলতে পারবেন
- ক্রেল প্রকল্পের উপর প্রাথমিক ধারণা লাভ করবেন ও এর কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	ক্রেল প্রকল্প সূচনা ও পটভূমি	২৫ মি	বক্তৃতা, চার্ট প্রদর্শন	বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া
০২	ক্রেল প্রকল্পের উদ্দেশ্য			
০৩	ক্রেল প্রকল্পের কর্মসূচি			
০৪	ক্রেল প্রকল্প কোথায় পরিচালিত হচ্ছে ও প্রকল্পের মেয়াদ সীমা			
০৫	উন্মুক্ত আলোচনা	০৫ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া ঃ

- অংশগ্রহনকারীদের কাছে ক্রেল প্রকল্প সম্পর্কে জানতে চান ।
- তাঁদের ধারণা শুনে নীচে প্রদত্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করবেন।
- সহায়ক, আলোচনার মাধ্যমে এবং পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে এই অধিবেশনটি পরিচালনা করবেন।

আলোচ্য বিষয় ঃ

ক্রেল প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি ঃ

- ক্রেল হলো ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলিহুডস্ প্রকল্প।
- ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে ক্রেল প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় মার্চ ২৭, ২০১৩ সালে।
- পাঁচ বছর মেয়াদী এই প্রকল্প ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হবে।
- ইউএসএআইডি এর অর্থায়নে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত “সমাজভিত্তিক জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (MACH) প্রকল্প” এবং বন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত “নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (NSP)” ও “সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (IPAC) প্রকল্প ” প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট স্থানীয় স্টেকহোল্ডার বিশেষ করে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ তথা সহ-ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ক্রেল প্রকল্প এই সহ-ব্যবস্থাপনা মডেলকে আরো জোরদার করবে।

ক্রেলের কার্যক্রম ঃ

- প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের সুশাসনে উন্নতি সাধন
- স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো
- জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অভিযোজনের পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়ন জোরদার করা
- জীবিকায়ন এর উন্নতি ও বৈচিত্র্যতা আনা (যা জলবায়ু পরিবর্তনে পরিবেশগতভাবে টেকসই ও সহিষ্ণু হবে)

প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার ঃ

- পাঁচ বছর মেয়াদি (অক্টোবর, ২০১২ - সেপ্টেম্বর, ২০১৭) প্রকল্পটিতে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে ইউএসএআইডি/বাংলাদেশ
- উইনরক ইন্টারন্যাশনার ও সহযোগী সরকারী প্রতিষ্ঠানের (বন বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর) এবং ৪টি অঞ্চলের সমাজভিত্তিক বেসরকারী সংগঠন কারিগরী সহায়তায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে

ক্রেলের পরিধি ঃ

- ৩৬টি রক্ষিত এলাকা/সাইট (বনভূমিঃ ২২টি, জলাভূমিঃ ৯টি, ইসিএঃ ৫টি)
- ৩৬টি রক্ষিত এলাকায় ৪টি রিজিওনাল অফিস
- ৬৬টি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন (সিএমওঃ ২৭টি, সিবিওঃ ১৩টি, সিবিও উপজেলা কমিটিঃ ৩টি, উপজেলা ইসিএ কমিটিঃ ৮টি এবং ইউনিয়ন ইসিএ কমিটিঃ ১৫টি)

ক্রেল প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১. প্রতিবেশ ও রক্ষিত এলাকাগুলো সংরক্ষণে সফল সহ-ব্যবস্থাপনা মডেলের উন্নয়ন (Scale up) ও এর সাথে খাপ খাওয়ানো (Adapt)
২. বাংলাদেশের বন ও জলাভূমিগুলো রক্ষা করা
৩. সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো রক্ষা করা
৪. জীববৈচিত্র্যের হুমকিসমূহ হ্রাস করা
৫. বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোর সাথে অভিযোজন
৬. জীবিকার উন্নতিসাধন
৭. সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় এলাকা বাড়ানো এবং স্থানীয় জনগণকে সুবিধা প্রদান।
৮. জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ ও এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান।
৯. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমর্থন যোগানো।

উন্মুক্ত আলোচনা ঃ

প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চান-

- ক্রেল প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচিগুলো কি কি ?
- ক্রেল প্রকল্প দেশের কোথায় কোথায় পরিচালিত হচ্ছে ?

অধিবেশন ২

রক্ষিত এলাকা এবং রক্ষিত বন এলাকা বিষয়ক আইন কানুন

সময় : ৩০ মি.

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- রক্ষিত বন এলাকা সম্পর্কে জানতে পারবেন
- রক্ষিত বন এলাকা যেমন- জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রানী অভয়ারন্য-এর আইন-কানুন সম্পর্কে বলতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	রক্ষিত এলাকা	০৫ মি	বক্তৃতা	বোর্ড, মার্কার
০২	রক্ষিত বন এলাকা বিষয়ক আইন কানুন	২৫ মি	বক্তৃতা	বোর্ড, মার্কার
০৩	উন্মুক্ত আলোচনা	০৫ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া ঃ

- সহায়ক, আলোচনা এবং পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে এই অধিবেশনটি পরিচালনা করবেন।
- আলোচনার পূর্বে জানতে চান- রক্ষিত বন এলাকা যেমন- জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রানী অভয়ারন্য ও গেম রিজার্ভ ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁরা কি জানে ?
- রক্ষিত এলাকায় আইন-কানুন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করার আগে অংশগ্রহনকারীদের কাছ থেকে এই বিষয়ের উপর তাঁদের মতামত জেনে নেয়া যেতে পারে।

<u>রক্ষিত এলাকা</u>

কয়েকটি বনভূমিকে ১৯২৭ সালের বন আইন এর ১৭ নং ধারা ও ২২ নং ধারা মোতাবেক যথাক্রমে বন্যপ্রানীর অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান হিসাবে সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে। এইসব জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রানী অভয়ারণ্যকে সমষ্টিগতভাবে রক্ষিত এলাকা বলা হয়। এছাড়া সরকার কর্তৃক ঘোষিত জলাভূমি ও মৎস্য অভয়াশ্রম সমূহও এর অর্ন্তভূক্ত। এদের ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হল:

জাতীয় উদ্যান

- ১৯২৭ সালের বন আইন এর ২২ ধারা মোতাবেক রক্ষিত এলাকা হল জাতীয় উদ্যান।
- জাতীয় উদ্যান অপেক্ষাকৃতভাবে বড় এলাকা।
- প্রাকৃতিক দৃশ্য, উদ্ভিদ এবং প্রাণিকূল রক্ষা ও সংরক্ষণ করা এর প্রাথমিক লক্ষ্য।
- চিত্তবিনোদন এবং জ্ঞান-শিক্ষা অহরণ ও গবেষণার কাজে লোকজন এই উদ্যানে প্রবেশ করতে পারবে।

বন্যপ্রানী অভয়ারণ্য

- ১৯২৭ সালের বন আইন এর ১৭ ধারা মোতাবেক রক্ষিত এলাকা হল বন্যপ্রানী অভয়ারণ্য।

- বন্যপ্রানী অভয়ারণ্য হলো যেখানে কোন প্রকার প্রাণি শিকার, গুলি করা বা বন্যপ্রানী ধরার জন্য ফাঁদ পাতা যাবেনা।
- এটি প্রধানত বন্যপ্রানীর প্রজনন স্থান সংরক্ষণের জন্য এবং এরসাথে সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে গাছপালা, মাটি ও পানি সংশ্লিষ্ট।

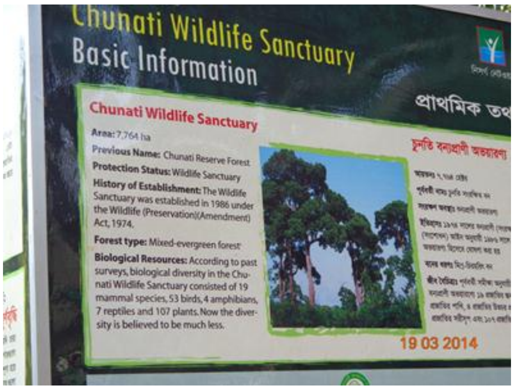

চিত্র : চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারণ্যের তথ্যবোর্ড উৎস: ইলোরা শারমীন

<u>রক্ষিত বন এলাকা বিষয়ক আইন কানুন সমুহ</u> :

জাতীয় উদ্যান এর আইন কানুন সমুহ-

জাতীয় উদ্যানে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা যাবেনা:

- জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্তরে বা এক মাইলের মধ্যে কোন প্রকার বন্যপ্রানী শিকার, মেরে ফেলা বা ধরা যাবেনা;
- কোন ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা গুলি করা যাবেনা বা বন্যপ্রানীর স্বাভাবিক অবস্থা বিঘ্নিত করে এমন কোন কাজ করা যাবেনা বা বন্যপ্রানীর প্রজনন স্থানে অন্তরায় সৃষ্টি হয় এমন কোন কাজ করা যাবেনা;
- গাছ কাটা, ফাঁদ পাতা, আগুন দেয়া বা যে কোনভাবে সেখানকার গাছপালা ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংস করা, গ্রহণ, সংগ্রহ বা সরিয়ে ফেলা যাবেনা;
- চাষাবাদ, খনিজ দ্রব্য আহরণ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যেই জঙ্গল সাফ করা বা জমি খন্ড বিখন্ড করা যাবেনা;
- জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্তরে বা ভিতর দিয়ে প্রবাহমান পানি দূষিত করা যাবেনা ।

তবে, সরকার বিজ্ঞানসম্মত কারণ বা জাতীয় উদ্যানের উৎকর্ষ সাধন, নৈসর্গিক শোভা উপভোগ বা যে কোন ব্যাতিক্রমধর্মী কারণে উপরোক্ত সবগুলি অথবা যে কোন একটির ক্ষেত্রে তা শিথিল করতে পারে।

বন্যপ্রানী অভয়ারণ্য -এর ক্ষেত্রে আইন কানুনসমুহ-

সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন-১৯৭৪ এর ২৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কেউ বন্যপ্রানী অভয়ারণ্যে:

- ঢুকতে বা বসবাস করতে পারবেনা; অথবা
- জমিতে চাষাবাদ করতে পারবেনা; অথবা
- গাছপালার ক্ষতি বা ধ্বংস করতে পারবেনা; অথবা
- অভয়ারণ্যের অভ্যন্তরে বা এক মাইলের মধ্যে কোন প্রকার বন্যপ্রানী শিকার, মারতে বা ধরতে পারবেনা; অথবা
- বহিরাগত বা বিদেশী বন্যপ্রানীর প্রজাতি ঢোকাতে পারবেনা; অথবা
- গৃহপালিত জন্তু ঢোকাতে পারবেনা বা গৃহপালিত জন্তুকে অভয়ারণ্যে অবস্থান করতে দিতে পারবেনা; অথবা
- আগুন লাগাতে পারবেনা; অথবা
- অভয়ারণ্যের অভ্যন্তরে বা ভিতর দিয়ে প্রবাহমান পানি দূষিত করতে পারবেনা।

তবে, সরকার যুক্তিসংগত কারণ অর্থাৎ নান্দনিক আনন্দ অথবা নৈসর্গিক শোভা বৃদ্ধির জন্য উপরোক্ত সবগুলি অথবা যে কোন একটির ক্ষেত্রে তা শিথিল করতে পারে।

অধিবেশন ৩

ইকোট্যুরিজম ও এর মূলনীতি, বাংলাদেশে ইকোট্যুরিজমের ক্ষেত্রসমূহ ও চাহিদা

সময় : ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- ইকোট্যুরিজম বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন
- ইকোট্যুরিজমের মূলনীতি সমুহ বলতে পারবেন
- বাংলাদেশ এবং ইকোট্যুরিজম এর ধারনা দিতে পারবেন
- ইকোট্যুরিস্টদের চাহিদাসমুহ কি ধরনের হতে পারে তা বলতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	ইকোট্যুরিজম	০৫ মি	বক্তৃতা	বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া
০২	ইকোট্যুরিজমের মূলনীতি	০৫ মি	বক্তৃতা	বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া
০৩	বাংলাদেশ এবং ইকোট্যুরিজমের ক্ষেত্রগুলো ও ইকোট্যুরিস্ট এর চাহিদাসমুহ	১৫মি	বক্তৃতা	বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া
০৪	উন্মুক্ত আলোচনা	০৫ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া ঃ

- সহায়ক, আলোচনার মাধ্যমে এবং পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে এই অধিবেশনটি পরিচালনা করবেন।
- আলোচনার পূর্বে জানতে চান- ইকোট্যুরিজম ও বাংলাদেশে এর চাহিদা সম্পর্কে তাঁরা কি জানে?
- অংশগ্রহনকারীদের উত্তরের সাথে সমন্বয় করে নিচে বর্ণিত বিষয় গুলো আলোচনা করুন।

ইকোট্যুরিজম

- ইকোট্যুরিজম হচ্ছে প্রকৃতি ভ্রমন যেখানে উদ্ভিদ, প্রাণি, জনগনের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য মূল আকর্ষন হিসেবে পরিগণিত হয়।
- ইকোট্যুরিজম ভ্রমনকৃত এলাকার জনগণের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে সহায়তা করে।

সংজ্ঞা : "ইকোট্যুরিজম হচ্ছে সেই ধরণের পরিবেশবান্ধব পর্যটন যা প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ করে এবং সেই সাথে স্থানীয় জনগণের মঙ্গল ও উন্নয়ন সাধন করে" (IUCN)।

ইকোট্যুরিজমের মূলনীতি

- প্রকৃতির উপর কম প্রভাব পড়ে
- স্থানীয় সংস্কৃতির উপর কম প্রভাব বিস্তার করে
- ভ্রমণকারীদের প্রকৃতি সংরক্ষণ এর উপর জ্ঞান অর্জিত হয়
- প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরাসরি আয় হয়
- যে স্থানীয় জনগণ এতে অংশগ্রহণ করে সেখানকার স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল ও সচল রাখে

- যে স্থানীয় অবকাঠামো তৈরী হয় তা পরিবেশবান্ধব যা স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংরক্ষণের নেতিবাচক ভূমিকা রাখে না বরং স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করে

ইকোট্যুরিজমের বিস্তৃতি এবং উপকারীতা

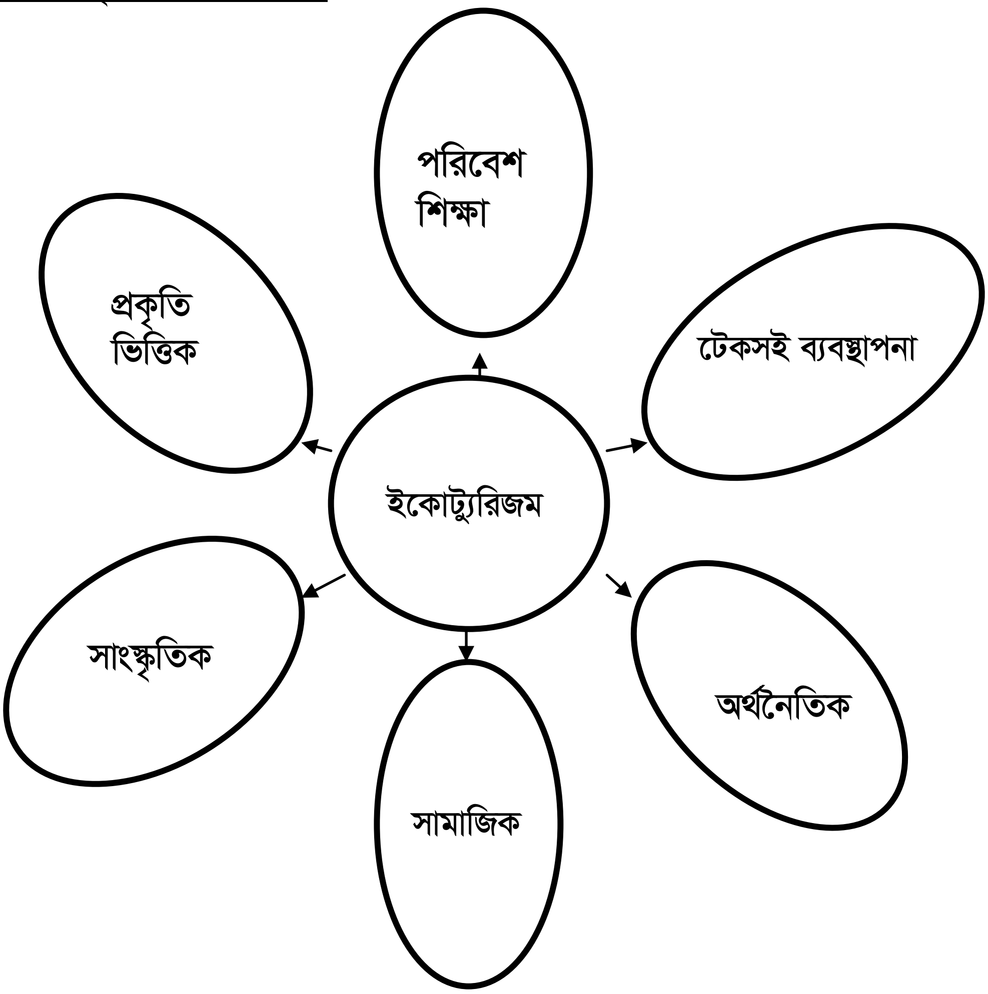

বাংলাদেশ এবং ইকোট্যুরিজম

- বাংলাদেশে ইকোট্যুরিজম বিষয়টি নতুন হলেও এই দেশে ইকোট্যুরিজম এর ভবিষ্যত রয়েছে।
- ইকোট্যুরিজম এর জন্য যা যা উপাদান প্রয়োজন তা আমাদের রয়েছে।
- আমাদের রয়েছে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, প্রভৃতি পাহাড়, সাগর, লেক, বন্যপ্রাণী, বন, সুন্দরবন, সাগরের বেলাভূমি, প্রভৃতি।
- এর জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা, বিনিয়োগ, প্রচার এবং প্রশিক্ষণ।

বাংলাদেশে ইকোট্যুরিজম এর ক্ষেত্রসমূহ

- বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরণের বনাঞ্চলসহ রয়েছে নানান প্রকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে নিম্নভাবে দেখা যেতে পারে:
  - সুন্দরবন/ম্যানগ্রোভ বন/ প্যারাবন
  -কোরাল বা প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন
  - বন-পত্রঝরা ও চিরসবুজ বন
  - পাহাড়
  - উদ্ভিদ এবং প্রাণি

- সমুদ্র, হ্রদ, নদী হাওড়, বাঁওড়, বিল,মোহনা
-চা বাগান
-দ্বীপ
-জাতীয় উদ্যান
-বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
-সমুদ্র সৈকত
- প্রাচীন স্থাপত্য- মসজিদ, মন্দির, প্যেগোডা
-জমিদার বাড়ীসমূহ
-মোগল স্থাপত্য
-প্রাচীন বৌদ্ধ্যবিহার, ইত্যাদি।

উৎস:bdootnairobi.com

উৎস:studysolve.blogspot.com

উৎস:english.bdtravelnews.com

উৎস:bdembassyusa.org

ইকোট্যুরিস্ট এর চাহিদা

- দেশে দিন দিন ইকোট্যুরিজম-এর পরিধি বেড়েই চলেছে।
- ইকোট্যুরিজমের সাথে সংশ্লিষ্ট জনগনের আর্থিক প্রবৃদ্ধিও বেড়ে চলেছে।
- আমরা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইকোট্যুরিজমের উন্নয়ন ঘটাতে পারি।
- পর্যটকের চাহিদা পূরণ করার মাধ্যমে এর প্রসার ঘটানো যেতে পারে।

উন্মুক্ত আলোচনা :

জানতে চান-

- ইকোট্যুরিজম বলতে কি বুঝায়?
- ইকোট্যুরিজমের মূলনীতি সমুহ কি কি?
- বাংলাদেশ এবং ইকোট্যুরিজম এর ধারণা।
- ইকোট্যুরিস্টদের চাহিদাসমুহ কি ধরণের হতে পারে?

অধিবেশন
৪

পর্যটন ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা

সময় : ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষনার্থীগণ -

- পর্যটন ও পর্যটক কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- পর্যটনের প্রকারভেদ বলতে পারবেন
- পরিবেশবান্ধব পর্যটন কি তা বলতে পারবেন
- প্রথাগত পর্যটন ও পরিবেশবান্ধব পর্যটনের পার্থক্য কি তা বলতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	পর্যটন ও পর্যটক	০৫ মি	বক্তব্য	বোর্ড, মার্কার
০২	পর্যটনের প্রকারভেদ, পরিবেশবান্ধব পর্যটন	১০ মি	বক্তব্য	বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া
০৩	প্রথাগত পর্যটন ও পরিবেশবান্ধব পর্যটনের পার্থক্য	১০ মি	বক্তব্য, মুক্ত আলোচনা	বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া
০৪	উন্মুক্ত আলোচনা	০৫ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া ঃ

- আলোচনার পূর্বে সহায়ক জানতে চান- পর্যটন ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন বলতে তাঁরা কি জানে ?
- সহায়ক, আলোচনার মাধ্যমে এবং পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে এই অধিবেশনটি পরিচালনা করবেন।
- অংশগ্রহনকারীদের মতামতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীচের বিষয়গুলো আলোচনা করুন।

পর্যটক

- একজন ব্যাক্তির আনন্দ বা উপভোগের জন্য যে ভ্রমণ যার মূল উদ্দেশ্য হলো দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে জানা
- বিনোদনের জন্য যে ব্যক্তি অবসর সময়ে বা ছুটির দিনে নিজ এলাকা হতে অন্য এলাকায় ভ্রমণ করে

পর্যটন

পর্যটন হলো সেবামূলক শিল্প, যা পরিমাপযোগ্য এবং অপরিমাপযোগ্য সেবা উপাদান দ্বারা গঠিত।

- পরিমাপযোগ্য পর্যটন উপাদান হলো:
    - যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন, ট্রেন, বাস;
    - গন্তব্য স্থান, যেমন, লাউয়াছরা জাতীয় উদ্যান, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রানী অভয়ারণ্য, চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারণ্য, টেকনাফ গেইম রিজার্ভ, ইত্যাদি;
- পরিমাপযোগ্য সেবামূলক উপাদান: যেমন, খাওয়া দাওয়া, বাসস্থান, নিরাপত্তা, ইত্যাদি।

- অপরিমাপযোগ্য সেবার উদাহরণ: বিশ্রাম, জ্ঞানার্জন, সংস্কৃতি, চাপমুক্ত সময়, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন, ইত্যাদি।

ভ্রমণ

পর্যটনের সাথে ভ্রমণ সম্পর্কিত। ভ্রমণ হলো একটি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যার সাথে কমপক্ষে তিনটি উপাদান জড়িত:

ক. ব্যয় করার মত অতিরিক্ত অর্থ;

খ. সময় সংকুলান;

গ. উন্নত অবকাঠামো; যেমন- যাতায়াত ও বাসস্থানের ব্যবস্থা

পর্যটনের প্রকারভেদ

অনেক ধরণের পর্যটন রয়েছে, নিম্নে উল্লেখযোগ্য গুলো বর্ণনা করা হলো:

ক. **প্রকৃতি ভ্রমন:** সাধারণভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রকৃতিতে ভ্রমন করে বেড়ানো। প্রকৃতি ভ্রমনের সময় শুধুমাত্র পাখী পর্যবেক্ষণও করা হয়ে থাকে।

খ. **রোমাঞ্চকর/ দুঃসাহসিক পর্যটন:** উদাহরণ - বিপদসংকুল পাহাড়-পর্বত আরোহণ।

গ. **সংস্কৃতি বিষয়ক পর্যটন :** কোনো জাতির/নির্দিষ্ট এলাকাবাসীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্প-সাহিত্য, বিশ্বাস, সমাজনীতি, জীবনযাত্রা প্রভৃতি জানা।

ঘ. **ঐতিহাসিক স্থানসমুহে পর্যটন:** যে সমস্ত ইমারত বা স্থান অতীতে কোন ঘটনার জন্য বিখ্যাত সেগুলোতে গমন। উদাহরণ: লালবাগের কেল্লা, পলাশীর প্রান্তর, সাতগম্বুজ মসজিদ, ইত্যাদি।

পরিবেশবান্ধব পর্যটন

- জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ
- স্থানীয় বা লোকজ সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ
- অকৃত্রিম ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এলাকা
- মানুষের চাপ কম
- প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের স্থান
- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ
- প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উপলব্ধি সৃষ্টি

উৎস:nijoom.com

উৎস: wtu.unwto.org

প্রথাগত পর্যটন ও পরিবেশবান্ধব পর্যটনের মধ্যে পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	প্রথাগত পর্যটন	পরিবেশবান্ধব পর্যটন
সংখ্যা	পর্যটকের সংখ্যা বেশী	অপেক্ষাকৃতভাবে কম
সময়	বছরের বিশেষ সময় বেশী ও অন্য সময়ে কম; যেমন, শীতকালে	সারা বছর
ব্যবসায়িক আচরণ	খুব বেশী	অপেক্ষাকৃত কম
গ্রাহক	সাধারণতঃ বহিরাগত পর্যটক	দেশী, বিদেশী ও স্থানীয় লোকজন
পর্যটকদের আবাসস্থল	কেতাদুরস্ত এবং নির্দিষ্ট জায়গায় কেন্দ্রীভূত	অনানুষ্ঠানিক, যা ছড়ানো ছিটানো হতে পারে
পর্যটন শিল্পের মালিকানা	বাহিরের বড় বড় প্রতিষ্ঠান	এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ী
অর্থনৈতিক অবদান	স্থানীয় অর্থনীতিকে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক	স্থানীয় অর্থনীতির সহায়ক হিসাবে কাজ করে
নিয়ম-কানুন	কম	বেশী, যাতে পরিবেশের ক্ষতি না হয়
প্রধান লক্ষ্য	পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন	স্থানীয় লোকজনের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন

উন্মুক্ত আলোচনা

নিম্নের বিষয় গুলো সমন্ধে জানতে চান -

- পর্যটন ও পর্যটক কাকে বলে?
- পর্যটনের প্রকারভেদ কি কি?
- পরিবেশবান্ধব পর্যটন কি ?
- প্রথাগত পর্যটন ও পরিবেশবান্ধব পর্যটনের পার্থক্য কি?

অধিবেশন ৫

পর্যটন গাইডদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

সময় : ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগন-

- পর্যটন গাইড হিসাবে কি কি যোগ্যতা থাকা উচিত তা বলতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	পর্যটন গাইডদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	২৫ মি	প্রশ্ন ও উত্তর, আলোচনা	ফ্লিপ কাগজ, মার্কার, কসটেপ, মাল্টি মিডিয়া
০২	উন্মুক্ত আলোচনা	০৫ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া:

- জানতে চান একজন পর্যটন গাইডের কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে?
- অংশগ্রহনকারীদের উত্তরের সাথে সম্বন্বয় করে নিচে বর্ণিত বিষয় গুলো আলোচনা করুন।

<u>পর্যটন গাইডদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা</u>

প্রশিক্ষণার্থীগনদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ইকোগাইডদের বিশেষ গুন ও যোগ্যতা সমুহ বোর্ডে পড়ে শুনান ।অতপর মাল্টিমিডিয়া দ্বারা ৩টি যোগ্যতা যেমন- জ্ঞান, দক্ষতা ও একাত্বতাবোধ উল্লেখ্য করে অলোচনা করুন।

একজন যোগ্যতা সম্পন্ন পরিবেশবান্ধব গাইড হতে হলে তাকে পর্যটকের চাহিদা ও অনুভূতির প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হয়। এজন্য তার যে ৩টি বিশেষ গুনের প্রয়োজন হয়, তা হলো :

১. জ্ঞান

- পর্যটন এলাকা ও অন্যান্য আনুসাংঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে যথাযথ ধারণা রাখা
- পর্যটকের আচরণ ও চাহিদা জানার সামর্থ্যতা

২. দক্ষতা

- বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক তৈরী করা
- সক্রিয়ভাবে শোনা
- সঠিক ও সম্পূর্ন তথ্য প্রদান করা
- ফলপ্রসুভাবে প্রশ্ন করা
- ভ্রমণকে বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক করে তোলা

৩. একাত্মতাবোধ

- পরিবেশবান্ধব পর্যটন গাইডের কাজকে মর্যাদাপূর্ণ মনে করা
- পর্যটকের বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে সম্মান দেখানো
- পর্যটকদের বিশ্বাসভাজন হতে হবে

উপরোক্ত বিষয়সমূহকে সংক্ষেপে আমরা এভাবে দেখাতে পারি:

<u>পরিবেশবান্ধব পর্যটন গাইডের যোগ্যতা = জ্ঞান + দক্ষতা + একাত্মতাবোধ</u>

সর্বোপরি, একজন ইকোগাইডকে যা অবশ্যই মনে রাখতে হবে :

- পর্যটকের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের গুরুত্ব প্রদান করতে হবে
- তার ব্যক্তিগত পছন্দকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে
- পর্যটকের অনুভূতির প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে

<u>উন্মুক্ত আলোচনা ঃ</u>

জানতে চান-
- পরিবেশবান্ধব পর্যটন গাইডের কি কি যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন?
- একজন গাইডকে কি কি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে?

অধিবেশন ৬

পরিবেশবান্ধব পর্যটনের ফলে রক্ষিত এলাকায় সম্ভাব্য সুবিধাসমুহ

সময় : ৪৫ মিনিট

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- রক্ষিত এলাকায় পরিবেশবান্ধব পর্যটনের ফলে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক , প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের সুবিধাসমুহ সম্পর্কে বলতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১৫ মি	মুক্ত আলোচনা	বোর্ড, মার্কার
০২	প্রাকৃতিক ও সংস্কৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ	১৫ মি	মুক্ত আলোচনা	বোর্ড, মার্কার
০৩	জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন	১০ মি	মুক্ত আলোচনা	বোর্ড, মার্কার
০৪	উন্মুক্ত আলোচনা	০৫ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া:

ধারাবাহিক ভাবে নিম্নের সুবিধাসমুহ মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন ও শেষে মাল্টি মিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করুন।

১. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ হবে
২. প্রাকৃতিক ও সংস্কৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ হবে
৩. প্রকৃতি সংরক্ষনের শিক্ষা ও চেতনা লাভ করবে
৩. জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হবে

উন্মুক্ত আলোচনা:

অধিবেশন শেষে শিক্ষণীয় বিষয়সমুহ অংশগ্রহণকারীদের জানতে চান এবং প্রয়োজনে পুনরায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

অধিবেশন ৭

রক্ষিত এলাকায় পর্যটকগণের জন্য নিয়মাবলি

সময় : ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মাবলী বলতে পারবেন
- রক্ষিত এলাকা ও ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নিয়মাবলী বলতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মাবলী	১০ মি	মুক্ত আলোচনা	মার্কার, বোর্ড
০২	রক্ষিত এলাকা ও ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নিয়মাবলী	১০ মি	দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপন	পোষ্টার পেপার, মার্কার, কসটেপ
০৩	পর্যটকের পরিদর্শন	০৫ মি	মুক্ত আলোচনা	মার্কার, বোর্ড
০৪	উন্মুক্ত আলোচনা	০৫ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া:

- মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মাবলী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

<u>প্রাকৃতিক পরিবেশের নিয়মাবলী</u>

- বনের পশু পাখিকে বিরক্ত করা হতে বিরত থাকুন
- জোরে আওয়াজ করবেন না যাতে বনের পশু পাখি ভয় পায়
- যত্রতত্র ময়লা ফেলবেন না, সাথে করে খালি প্যাকেট, বোতল ইত্যাদি ফেরত নিয়ে আসুন
- বন্যপ্রানীকে খাবার দেয়া থেকে বিরত থাকুন
- ঝর্ণা, ছরা বা লেক এ কোন কিছু ফেলা হতে বিরত থাকুন
- সাথে করে স্মৃতি নিয়ে যান, বনের কোন পাতা বা লতা নয়
- প্রকৃতিকে অনুভব করার জন্য নীরবে ভ্রমণ করুন

<u>সামাজিক পরিবেশের নিয়মাবলী</u>

- স্থানীয় বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাকে সম্মান করুন
- আদিবাসী গ্রামে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিয়ে নিন
- সম্ভব হলে স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করুন
- স্থানীয় আদিবাসীদের ছবি তুলবার পূর্বে তাদের অনুমতি নিন
- রক্ষিত এলাকায় কোন গাছে বা দেয়ালে আপনার নাম বা অন্য কিছু লিখা থেকে বিরত থাকুন
- অন্যান্য পরিবেশবান্ধব পর্যটকগণও যাতে অবিকল আপনার মত প্রকৃতি প্রদর্শন করতে পারে সে বিবেচনা রাখুন
- রক্ষিত এলাকা ভ্রমণে আপনার অভিজ্ঞতা অন্যদেরকে জানান এবং তাদেরকেও অনুরূপ ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করুন

রক্ষিত এলাকা ও ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নিয়মাবলী-দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করুন

রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক

- রক্ষিত এলাকায় প্রদর্শিত করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ মেনে চলুন।
- বনে প্রবেশের সময় ইকোট্যুর গাইড নিয়োগ করুন ও যথাযথভাবে সম্মানী প্রদান করুন।
- নিজে প্রবেশ টিকেট ক্রয় করুন ও অন্যান্যদেরকে টিকেট ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করুন। মনে রাখবেন, এই অর্থ রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে সহায়তা করবে।

ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক

- আরামদায়ক কাপড় ও জুতা পরে আসবেন
- রোদ হতে বাঁচার জন্য রোদ চশমা, টুপি ও সানস্ক্রিন লোশন ব্যবহার করুন
- ইনসেক্ট রিপেল্যান্ট ব্যবহার করুন
- খাবার পানি সাথে রাখুন
- সম্ভব হলে ক্যামেরা ও বাইনোকুলার সাথে রাখুন

পর্যটকের পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

ক. পরিদর্শন পূর্ব প্রয়োজনীয়তা
খ. পরিদর্শন
গ. পরিদর্শন শেষে স্বস্থানে ফেরত যাওয়া

উপরোক্ত অবস্থার প্রতিটি যদি সন্তোষজনকভাবে ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ইকোট্যুরিজম-এর সফলতা আশা করা সম্ভব।

ক. প্রাক পরিদর্শন প্রয়োজনীয়তা

কোন এলাকা পরিদর্শনে যাবার আগে কোন ট্যুরিস্ট নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়:

১. কি পরিদর্শন করবেন?
২. কিভাবে পরিদর্শনে যাবেন?
৩. থাকার ব্যবস্থা কি?
৪. খাওয়ার ব্যবস্থা কি?
৫. কখন পরিদর্শন ?
৬. কি রকম খরচ হবে?
৭. কত কম খরচে একই সাথে বিভিন্ন উপাদান অবলোকন করতে পারবেন?
৮. নিরাপত্তা আছে কিনা?

উপরোক্ত বিষয়গুলি লিফলেট, ব্রসিউর, পাল্মলেট প্রকাশের মাধ্যমে জানানো যায়। তবে বর্তমান যুগে ওয়েবসাইট হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এই মাধ্যমে সহজেই বিদেশী এবং দেশী পর্যটককে আকর্ষন করা যায়।

খ. পরিদর্শনের সময় ট্যুরিস্টগণ যা চান তা হলো

- নির্ঝঞ্ঝাট অবসর যাপন
- পরিদর্শনের উপাদান চাক্ষুসভাবে অবলোকন; যেমন, পাখী বা বন্যপ্রাণী দর্শন
- আবজর্নামুক্ত রক্ষিত এলাকা
- দেশীয় খাবার
- স্থানীয় সংস্কৃতি
- আরামদায়ক এবং নিরাপদ অবস্থান

- উন্নত রাস্তা ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা
- আবাসন সুবিধা
- স্যুভেনির ক্রয়
- প্রদর্শন ও তথ্য কেন্দ্র
- বন পরিভ্রমন কিংবা প্রকৃতির কাছে রাত্রি যাপন
- ট্যুরিস্ট গাইড
- বন পরিভ্রমন আমেজ নষ্ট করে না এমন অবকাঠামো
- দূষণ ও শব্দ দূষণ মুক্ত রক্ষিত এলাকা
- বিদেশী পর্যটকগণ অযথা হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন না

গ. ফিরে যাবার সময়

- পর্যটকগণ ফিরে যাবার সময় কিছু জ্ঞান আনন্দ সাথে করে নিয়ে যেতে চান।
- সেই সাথে নিয়ে যেতে চান কিছু স্যুভেনির।
- একজন পরিদর্শনকারী কোন এলাকা পরিদর্শন শেষে যখন তার নিজস্ব অবস্থানে চলে যান তখন তিনি স্মৃতি রোমন্থন করেন এবং ঐ পরিদর্শনকৃত এলাকার একজন বড় সমর্থক হয়ে যান।
- তিনি চান তার পরিচিতজনেরাও যাতে উক্ত এলাকা পরির্দশন করেন।
- যদি তিনি সুখস্মৃতি এবং উন্নত সেবা পেয়ে যান, তাহলে পরবর্তীতে ইকোট্যুরিজম এর প্রসার ঘটবে।

অধিবেশন ৮

রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণের সময় করণীয় ও বর্জনীয়

সময় : ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগন-

- রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণের সময় করণীয় ও বর্জনীয় সম্বন্ধে জানবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	রক্ষিত এলাকায় ভ্রমনের সময় করণীয়	১০ মি	মুক্ত আলোচনা	বোর্ড, মার্কার, মাল্টি মিডিয়া
০২	রক্ষিত এলাকায় ভ্রমনের সময় বর্জনীয়	১০ মি.	মুক্ত আলোচনা	বোর্ড, মার্কার, মাল্টি মিডিয়া
০৩	উন্মুক্ত আলোচনা	১০ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া:

- মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জানতে চান- রক্ষিত এলাকায় ভ্রমনের সময় কি কি করণীয় ও কি কি বর্জনীয়?
- অংশগ্রহনকারীদের বক্তব্যের সাথে মিল রেখে, মাল্টি মিডিয়ার মাধ্যমে নিম্নের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো উপস্থাপন করুন।

রক্ষিত এলাকায় করণীয়

- পশু-পাখি ও গাছপালা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা
- পর্যটকদের পশু-পাখি ও গাছ-পালা চিনিয়ে দেয়া এবং কোন মজার তথ্য থাকলে তা বলা
- এক বোতল পানি, রোদ চশমা, ক্যাপ বা টুপি সাথে রাখা
- কয়েকটি প্রয়োজনীয় বইপত্র, নোটখাতা ও কলম সাথে রাখা
- পর্যটকদের কাছে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং পরিবেশ দূষণ নিরুৎসাহিত করা
- পলিথিনসহ সকল প্রকার বর্জ্য পদার্থ বয়ে আনার জন্য একটি ব্যাগ সাথে রাখা
- পর্যটকের নিরাপত্তার কথা সব সময় বিবেচনায় রাখা
- প্রয়োজনী ঔষুদপাতি যেমন- সেভলন/ ডেটল্, তুলা, লিকোপ্লাস ব্যন্ডেজ ইত্যাদি সাথে রাখা
- বাইনোকুলার, ক্যামেরা সাথে রাখা

রক্ষিত এলাকায় বর্জনীয়

- বন্যপ্রাণী আকৃষ্ট বা ভীত হয় এমন উজ্জল রংয়ের পোষাক পরা, লুঙ্গি ও খালি পায়ে ভ্রমণ করা
- দৌড়-ঝাপ ও জোরে শব্দ করা
- একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া
- গাছের ডালপালা ভাঙ্গা বা ফুল বা ফল ছেড়া
- ধূমপান করা বা আগুন ধরানো
- কোন প্রাণিকে ভয় দেখানো বা ধরার চেষ্টা করা
- পাখির বাসা নষ্ট করা বা বাসার কাছে যাওয়া
- খাবারের বর্জ্য যেখানে সেখানে ফেলা
- বন্যপ্রানীদের খাবার দেয়া

অধিবেশন ৯

রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা

সময় : ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে পারবেন
- জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বাংলাদেশে বন্যপ্রানীর সংখ্যা জানবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষন সহায়ক
০১	জীব বৈচিত্র্য	০৫ মি.	বক্তৃতা	বোর্ড, মার্কার
০২	বন্য জীববৈচিত্র্য	২০ মি	ছবি প্রদর্শন, মুক্ত আলোচনা	বোর্ড, মার্কার
০৩	উন্মুক্ত আলোচনা	০৫ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া:

- জানতে চান জীববৈচিত্র্য বলতে তাঁরা কি জানেন?
- বন্যপ্রানী বলতে তাঁরা কি বোঝেন?
- অংশগ্রহনকারীদের উত্তরের সাথে সম্বন্বয় করে নিচে বর্ণিত বিষয় গুলো আলোচনা করুন।

জীব বৈচিত্র্যে ঃ

জীব জগতের বৈচিত্র্যময় সমষ্টিই জীববৈচিত্র্য। যেমন একটি চিরসবুজ বনে হাজারো রকমের গাছপালা, পশুপাখি, পোকামাকড় ইত্যাদির সমষ্টি দেখা যায়।

জীববৈচিত্র্যের তিনটি স্তর ঃ

১. **বাস্তু পর্যায়ের বৈচিত্র্য:** যেমন লাউয়াছড়া বন, হাইল হাওর আর সুন্দরবন ভিন্ন প্রকার বাস্তু বা বাসস্থান

২. **প্রজাতি পর্যায়ের বৈচিত্র্য:** যেমন সুন্দরবনে বাঘ, হরিণ, বানর ইত্যাদি বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণি দেখা যায়

৩. **জিন পর্যায়ের বৈচিত্র্য:** যেমন সকল পোষা বিড়াল একই প্রজাতির, কিন্তু তারা দেখতে এক রকম নয়।

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব ঃ

১. উন্নত জাতের ফসল, ফলমূল, শাক-সব্জি, গৃহপালিত প্রাণি ইত্যাদি সৃষ্টিতে
২. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়
৩. ঔষধ তৈরিতে এবং দূরারোগ্য ব্যাধির ঔষধ আবিষ্কারে
৪. চিত্তবিনোদনে
৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নে

বন্যপ্রানী

- যে সকল প্রাণি মানুষের কোন প্রকার সাহায্য ছাড়াই জীবন যাপন করতে পারে তাদেরকে বন্যপ্রানী বলে।
- সাধারনতঃ বুনো উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণিদের বন্যপ্রানী হিসেবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের বন্যপ্রানী ঃ

২০০০ সাল পর্যন্ত রেকর্ডকৃত বাংলাদেশের বন্যপ্রানী (জীবিত) প্রজাতির সংখ্যা নিম্নরূপঃ

- উভচর শ্রেনীর - ২২ প্রজাতি
- সরীসৃপ শ্রেনীর - ১০৯ প্রজাতি
- পাখি শ্রেনীর - ৬২৮ প্রজাতি (স্থানীয় - ৩৮৮, পরিযায়ী - ২৪০)
- স্তন্যপায়ী শ্রেনীর - ১১৩ (ভূ-ভাগে বসবাসকারী - ১১০, সামুদ্রিক - ৩)
- মোট ৮৭২ প্রজাতি

উল্লেখ্য, এই বন্যপ্রানীদের বেশিরভাগই রক্ষিত এলাকায় পাওয়া যায়।

উন্মুক্ত আলোচনা ঃ

জানতে চান-

- জীববৈচিত্র্য কি?
- বন্য জীববৈচিত্র্য বলতে কি বুঝায়?
- বন্যপ্রানী কি?
- বাংলাদেশের বন্যপ্রানী (জীবিত) সংখ্যা- প্রজাতি ভিত্তিক

অধিবেশন
১০

রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য পরিচিতি (বনজ ও জলজ)

সময় : ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন
- বন্যপ্রানীর সুনিবিড় সম্পর্ক জানতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য	২০ মি	বক্তৃতা, মুক্ত আলোচনা	বোর্ড, মার্কার, জীববৈচিত্র্যের ছবি সম্বলিত বই, পোষ্টার, ফ্লিপচার্ট
০২	উন্মুক্ত আলোচনা	১০ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া :

- অংশগ্রহনকারীদের নিকট থেকে জানতে চান তাঁদের সংশ্লিষ্ট এলাকার বন্যপ্রানী বিশেষ করে কি কি রয়েছে।
- সহায়ক, ছবি ও তথ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার বন্যপ্রানী সম্পর্কে বলবেন।
- জীববৈচিত্র্যের বিভিন্ন প্রজাতি একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীলতা অংশগ্রহনকারীদের জানাতে হবে এবং দলীয় কাজের মাধ্যমে তা পরিষ্কার করে তুলতে হবে।

অধিবেশন
১১

রক্ষিত এলাকার পাখি পরিচিতি (বনজ ও জলজ)

সময় : ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- রক্ষিত এলাকার পাখি সম্পর্কে জানতে, চিনতে ও বলতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	রক্ষিত এলাকার পাখি	২০ মি	ছবি প্রদর্শন, মুক্ত আলোচনা	বিভিন্ন পাখির ছবির বই, পোষ্টার, ফ্লিপচার্ট
০২	উন্মুক্ত আলোচনা	১০ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া :

- সহায়ক, ছবি ও তথ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার পাখি সম্পর্কে বলবেন।

রক্ষিত এলাকার পাখি :

পাখির ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে এ সেসন বর্ণনা করুন ও এ সম্পর্কিত তথ্য দিন।

- নিসর্গ সাপোর্ট প্রজেক্ট অর্ন্তভূক্ত পাঁচটি রক্ষিত এলাকায় গত ২০০৫ সনের ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত চালানো জরিপে ২০০ প্রজাতির পাখি পাওয়া গিয়েছে। প্রতিটি রক্ষিত এলাকার পাখি প্রজাতির সংখ্যা পাওয়া গেছে:

রক্ষিত এলাকা	মোট প্রজাতির সংখ্যা	প্রাথমিকভাবে বনের পাখি
লাউয়াছড়া	১৬০	৭১
রেমা-কালেঙ্গা	১৭৯	৭৩
সাতছড়ি	১৫৬	৬৯
চুনতি	১৪১	৪১
টেকনাফ	১৫৫	৫০

সূচক পাখি:

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরণের বনে বিভিন্ন ধরণের পাখি থাকে। এমন ধরণের কিছু পাখির প্রজাতি থাকে যা ঐ বিশেষ ধরণের বনের বাইরে দেখা যায়না, সেই সব পাখি প্রজাতিগুলোই সেই বিশেষ বনের সূচক পাখি। সূচক পাখির উপস্থিতি ও ঘনত্ব সেই বিশেষ বনের জীববৈচিত্র্য বিশেষ করে উদ্ভিদ প্রজাতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়।
নিচের ছকে কয়েকটি রক্ষিত বনের সূচকপাখির তালিকা দেয়া হল :

সূচক পাখির তালিকা :

নং	পাখির নাম	বনে অবস্থান	রেমা-কালেঙ্গা	সাতছড়ি	লাউয়াছড়া	খাদিমনগর	মধুপুর	কাপ্তাই	দুধপুকুরিয়া	হাজারিখীল	চুনতি	ফাসিয়াখালী	মেধাকচ্ছপিয়া	হিমছড়ি	ইনানি	টেকনাফ
১	লাল বনমুরগি	তলে	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
২	উদয়ী-পাকরাধনেশ	উঁচু	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
৩	লালমাথা-কুচকুচি	মাঝে	√	√	√				√	√	√			√	√	√
৪	সবুজঠোঁট-মালকোয়া	মাঝে	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৫	তিলা-নাগঈগল	মাঝে				√	√	√				√	√			
৬	সিঁদুরে সাহেলি	উঁচু	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৭	কেশরী ফিঙে	মাঝে					√									
৮	বড়-র‍্যাকেট ফিঙে	মাঝে	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
৯	ধলাকোমর-শামা	নিচু	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
১০	কমলা দামা	নিচু					√									
১১	পাতি ময়না	উঁচু	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
১২	কালাঝুঁটি বুলবুলি	মাঝে					√									
১৩	ধলাঝুঁটি পেঙ্গা	নিচু									√					√
১৪	অ্যাবটের ছাতারে	নিচু	√	√	√	√		√	√	√		√	√	√	√	√
১৫	গলাফোলা ছাতারে	তলে	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
১৬	সিঁদুরে মৌটুসি	মাঝে				√	√	√	√	√		√	√	√	√	

সূত্র: রক্ষিত বনাঞ্চলের সূচক পাখি নির্দেশিকা , ক্রেল প্রকল্প ২০১৪

উৎস:newswatch.nationalgeographic.com

উৎস:en.wikipedia.org

উৎস:Theguardian.com

উৎস:arnfinnjohansen.com

উন্মুক্ত আলোচনা :

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আরো জানতে চান এবং এ বিষয়ে কতটুকু জেনেছে তা যাচাই করুন।

দ্বিতীয় দিন

অধিবেশন ১২

রক্ষিত এলাকায় ব্যবহারিক অনুশীলন

সময় : ৪ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- রক্ষিত এলাকায় ব্যবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের বন্যপ্রানী, উদ্ভিদ ও পাখি সম্বন্ধে জানবেন ও চিনতে পারবেন
- সংশ্লিষ্ট এলাকায় সূচক জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রানী ও পাখি সম্পর্কে জানতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষন সহায়ক
০১	ব্যবহারিক অনুশীলনের জন্য বন্যপ্রানী, উদ্ভিদ ও পাখি সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা ও প্রস্তুতি	৩০ মি	আলোচনা	
০২	ব্যবহারিক অনুশীলনের জন্য ভ্রমন	২৫ মি		মাইক্রোবাস
০৩	এক ঘন্টার পথ হেঁটে অনুশীলন	২ ঘন্টা	চারটি দলে বিভক্ত হবে	প্রতিদলের জন্য একজন ইকোট্যুর গাইড
০৪	ব্যবহারিক অনুশীলন	৪০ মি	চারটি দলে বিভক্ত হবে	বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদ ও পাখি পরিচিতিমূলক বই, বাইনোকুলার, নোটবই, কলম
০৫	প্রশিক্ষন স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা	২৫ মি		মাইক্রোবাস

প্রক্রিয়া :

- মাঠপর্যায়ে ব্যবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের বন্যপ্রানী, জীববৈচিত্র্য, পাখি ও **অন্যান্য জীববৈচিত্র্য** সম্বন্ধে ছবি প্রদর্শন, আলোচনার মাধ্যমে অধিবেশনটি সহায়ক পরিচালনা করবেন।
- সহায়ক রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রানী ও পাখিদের অবস্থান, বাহ্যিকগঠন, আচরন ও পরিচিতি এমনভাবে ব্যাখ্যা করবেন যাবে প্রশিক্ষণার্থীরা কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশে এইসব বন্যপ্রানী, উদ্ভিদ ও পাখিরা অবস্থান করে তা জানতে পারবেন।
- স্থানীয় কোন লোকজগল্প এইসব বন্যপ্রানী, উদ্ভিদ ও পাখি ঘিরে থাকলে- তা অবশ্যই বলতে হবে। কারণ- পর্যটকদের আগ্রহ তাতে বৃদ্ধি পায় এবং প্রকৃতির উপর মমত্ববোধ জন্মায়।
- অংশগ্রহনকারীদের কাছে স্থানীয় রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রানী সম্পর্কে ধারণা দিবেন।
- এইসব সূচক জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রানীর সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার পরিবেশের উপর ভূমিকা ব্যাখ্যা করবেন।

ফুটনোট : অধিবেশন ১২ ও ১৪ তে একই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

অধিবেশন ১৩

রক্ষিত এলাকার গাছ-পালার পরিচিতি

সময় : ৬০ মি.

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- রক্ষিত এলাকার গাছ-পালা চিনতে পারবেন
- গাছ-পালা সম্পর্কে বলতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	রক্ষিত এলাকার গাছ-পালার প্রকারভেদ	১৫ মি	ছবি প্রদর্শন, আলোচনা	রক্ষিত এলাকার বিভিন্ন প্রকার গাছ-পালার ছবির বই, পোষ্টার, ফ্লিপচার্ট
০২	রক্ষিত এলাকার গাছ-পালার পরিচিতি	৪০ মি	দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপন	
০৩	উন্মুক্ত আলোচনা	০৫ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া :

- শ্রেনীকক্ষে ছবি প্রদর্শন, আলোচনা ও বিভিন্ন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে অধিবেশনটি সহায়ক পরিচালনা করবেন।
- নীচে প্রদত্ত বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে বলবেন।

রক্ষিত এলাকার গাছ-পালা ঃ

উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ-

- **তৃণলতা:** অনুচ্চ কোমল উদ্ভিদ যা মৌসুম শেষে মরে যায়
- **গুল্ম:** মাঝারি উচ্চতার ঝোপ-ঝাড় প্রকৃতির উদ্ভিদ
- **বৃক্ষ:** তুলনামূলকভাবে শক্ত কান্ডের উঁচু উদ্ভিদ

জানতে চান-

- রক্ষিত এলাকাটিতে কত প্রজাতির গাছ পালা ও লতা পাতা আছে, কিছু গাছের নাম জিজ্ঞাসা করুন।

অধিবেশন
১৪

রক্ষিত এলাকায় ব্যবহারিক অনুশীলন

সময় : ৩ ঘন্টা

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- রক্ষিত এলাকায় ব্যবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের বন্যপ্রানী, উদ্ভিদ ও পাখি সম্বন্ধে জানবেন ও চিনতে পারবেন
- সংশ্লিষ্ট এলাকায় সূচক জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রানী ও পাখি সম্পর্কে জানতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	ব্যবহারিক অনুশীলনের জন্য গাছ-পালা সম্বন্ধে সাধারন ধারণা ও প্রস্তুতি	১০ মি	আলোচনা	বোর্ড, মার্কার
০২	ব্যবহারিক অনুশীলনের জন্য ভ্রমণ	২০ মি.		মাইক্রোবাস
০৩	ব্যবহারিক অনুশীলন	২ ঘ. ১০ মি.	চারটি দলে বিভক্ত হবে	বন্যপ্রানী, উদ্ভিদ ও পাখি পরিচিতিমূলক বই, বাইনোকুলার, নোটবই, কলম
০৪	প্রশিক্ষণ স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা	২০ মি.		মাইক্রোবাস

প্রক্রিয়া :

- মাঠপর্যায়ে ব্যবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের বন্যপ্রানী, জীববৈচিত্র্য ও পাখি সম্বন্ধে ছবি প্রদর্শন, অআলোচনার মাধ্যমে অধিবেশনটি সহায়ক পরিচালনা করবেন।
- সহায়ক রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রানী ও পাখিদের অবস্থান, বাহ্যিকগঠন, আচরন ও পরিচিতি এমনভাবে ব্যাখ্যা করবেন যাবে প্রশিক্ষণার্থীরা কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশে এইসব বন্যপ্রানী, উদ্ভিদ ও পাখিরা প্রতিবেশে অবস্থান করে তা জানতে পারবেন।
- স্থানীয় কোন লোকজগল্প এইসব বন্যপ্রানী, উদ্ভিদ ও পাখি ঘিরে থাকলে- তা অবশ্যই বলতে হবে। কারণ- পর্যটকদের আগ্রহ তাতে বৃদ্ধি পায় এবং প্রকৃতির উপর মমত্ববোধ জন্মায়।
- অংশগ্রহনকারীদের কাছে স্থানীয় রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রানী সম্পর্কে ধারণা দিবেন।
- এইসব সূচক জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রানীর সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার পরিবেশের উপর ভূমিকা ব্যাখ্যা করবেন।

ফুটনোট : অধিবেশন ১২ ও ১৪ তে একই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

তৃতীয় দিন

অধিবেশন
১৫

রক্ষিত এলাকায় ব্যবহারিক অনুশীলন ও পর্যালোচনা

সময় : ৪ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- রক্ষিত এলাকায় ব্যবহারিক অনুশীলনের একজন ইকোগাইড কিভাবে পর্যটকদেরকে প্রকৃতি ব্যাখ্যা করবেন, জীববৈচিত্র্য চেনাবেন, রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণের সময় পর্যটকদের করনীয় ও বর্জনীয় আচরন গুলো কিভাবে শালীনতার ভিতর দিয়ে জানাবেন-তা মাঠ পর্যায়ে কাজের মাধ্যমে জানবেন।
- একজন ইকোগাইড হিসাবে নিজেকে কিভাবে উপস্থাপন করবেন তা জানতে ও বুঝতে পারবেন।

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০২	ব্যবহারিক অনুশীলনের জন্য ভ্রমণ	৩০ মি.		মাইক্রোবাস
০৩	ব্যবহারিক অনুশীলনের জন্য রক্ষিত এলাকা ভ্রমণ ও ইকোগাইড হিসাবে অনুশীলন	২ ঘন্টা	চারটি দলে বিভক্ত হবে।	প্রতিটি দলের পর্যবেক্ষণের জন্য ইকোগাইড, বাইনোকুলার, নোটবুক, কলম, ঐ এলাকার উদ্ভিদ,প্রাণি ও পাখির ছবি সম্বলিত বই-পোষ্টার-ফ্লিপচার্ট
০৪	ব্যবহারিক অনুশীলন পর্যালোচনা	৬০ মি.		রিসোর্স পার্সন ও অংশগ্রহনকারী
০৫	প্রশিক্ষণ স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা	৩০ মি.		মাইক্রোবাস

প্রক্রিয়া :

- অধিবেশনের শুরুতে, সহায়ক ৪ থেকে ৫ জনের দল করে প্রশিক্ষণার্থীদের ভাগ করে দিবেন।
- প্রতিটি দলের সাথে একজন পর্যবেক্ষক থাকবেন।
- এই অধিবেশনটিতে প্রশিক্ষণার্থীরা ব্যবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে একজন ইকোগাইড হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করবেন।
- দলের প্রতিটি সদস্য রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণের সাথে সাথে একজন একজন করে ইকোগাইড হিসাবে প্লে-রোল করবেন এবং দলের অন্যান্য সদস্যরা তা পর্যবেক্ষণ করবেন ও ঐ প্রশিক্ষণার্থীর উপস্থাপনের উপর মার্কিং করবেন।
- এই অধিবেশনের একজন ইকোগাইডের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচরন, সহবত, ব্যক্তিত্ব, কথা বলার ধরণ, জ্ঞান, পর্যটনের প্রতি মমত্ব ও একাগ্রতাবোধ, প্রকৃতি ব্যাখ্যার দক্ষতা ইত্যাদি দেখা হবে। ফলে, অংশগ্রহনকারী তাঁর নিজের কি কি করণীয় ও বর্জনীয় তা বুঝতে পারবেন তাই অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক এই বিষয়গুলো ভালভাবে ব্যাখ্যা করে দিবেন।
- দলের সবার ইকোগাইড হিসাবে প্লে-রোল করার পর, সহায়ক তা পর্যালোচনা করবেন।

অধিবেশন ১৬

রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে অনবরত জ্ঞান বৃদ্ধির প্রক্রিয়া

সময় : ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে অনবরত জ্ঞান বৃদ্ধি কিভাবে করা যায় তা বলতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে অনবরত জ্ঞান বৃদ্ধির প্রক্রিয়া	২৫ মি	বক্তৃতা, মুক্ত আলোচনা	ফ্লিপ কাগজ, মার্কার
০২	উন্মুক্ত আলোচনা	০৫ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া:

- অংশগ্রহনকারীদের কাছে জানতে চান - রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে অনবরত জ্ঞান বৃদ্ধি বলতে তাঁরা কি বোঝেন?
- কিভাবে রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে অনবরত জ্ঞান বৃদ্ধি করা যায়?
- অংশগ্রহনকারীদের মতামতের সমন্বয় রেখে নীচের বিষয়গুলো আলোচনা করুন।

জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে অনবরত জ্ঞান বৃদ্ধির প্রক্রিয়া :

আলোচনার সময় প্রশিক্ষক নিম্নোক্ত বিষয় সমুহ আলোচনা করবেন-

- বেশি বেশি জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকায় যাওয়া এবং জীববৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করা।
- জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত বই পড়া, পত্রিকার খবর পড়া ও টিভি অনুষ্ঠান দেখা
- জীববৈচিত্র্য ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা
- সমমনা সহকর্মী ও বন্ধুদের নিয়ে ক্লাব গঠন করা এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা
- নিজের পর্যবেক্ষণকৃত অভিজ্ঞতা পত্র-পত্রিকায় লেখা
- নিজের পর্যাবেক্ষণকৃত অভিজ্ঞতা পরিবারকে, বিশেষত: শিশু-কিশোর সদস্যদের জানানো

উন্মুক্ত আলোচনা :

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান কিভাবে জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে অনবরত জ্ঞান বৃদ্ধি করা যায় এবং তা পুনরায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

অধিবেশন ১৭

রক্ষিত এলাকার মানচিত্র পরিচিতি

সময় : ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- রক্ষিত এলাকার অবস্থান ও এলাকার বিভিন্ন তথ্য এবং ভ্রমণপথ সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন
- রক্ষিত এলাকার আশেপাশে দর্শনীয় স্থানগুলোর অবস্থান পরিষ্কার ভাবে জানতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	রক্ষিত এলাকার মানচিত্র পরিচিতি	২৫ মি	মানচিত্র উপস্থাপন	সংশ্লিষ্ট এলাকার মানচিত্র
০২	উন্মুক্ত আলোচনা	০৫ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া :

- সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার মানচিত্র প্রদর্শন, মানচিত্র বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে অধিবেশনটি সহায়ক পরিচালনা করবেন।
- মানচিত্রের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার পরিচিতি জানার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য দর্শনীয় এলাকা সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের জানাবেন।
- পাশাপাশি বা কাছাকাছি দুটি রক্ষিত এলাকা থাকলে মানচিত্রের মাধ্যমে উভয় এলাকার পরিচিতি তুলে ধরবেন।

উৎস: tailoredtoursbd.com

অধিবেশন ১৮

প্রকৃতি ব্যাখ্যা দক্ষতা

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- পর্যটককে আকৃষ্ট করতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	যোগাযোগ বিষয়ক আলোচনা	০৫ মি	বক্তব্য	বোর্ড, মার্কার
০২	যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপদানসমূহ	৩০ মি	দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপন	বোর্ড, মার্কার, পোষ্টার পেপার
০৩	পরিবেশবান্ধব পর্যটনের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ব্যাখ্যার প্রকৃত দিক	১৫ মি	বক্তব্য	বোর্ড, আর্টলাইন মার্কার
০৪	প্রকৃতি ব্যাখ্যা দক্ষতা	৩০ মি	অনুশীলন ও ফিডব্যাক	
০৫	উন্মুক্ত আলোচনা	১০ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া:

- অংশগ্রহনকারীদের কাছে জানতে চান - তাঁরা প্রকৃতির অবস্থা ব্যাখ্যা বলতে কি বোঝেন?
- প্রকৃতির অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য ইকোগাইডের কি কি দক্ষতার প্রয়োজন?
- অংশগ্রহনকারীদের মতামতের সমন্বয় রেখে নীচের বিষয়গুলো আলোচনা করুন।

প্রকৃতি ব্যাখ্যা দক্ষতা

- ইকোট্যুর গাইডের যে যোগ্যতা বা দক্ষতা আবশ্যকীয় তার সবগুলোকেই পর্যটকের সামনে যোগাযোগের মাধ্যমে বিশেষত ব্যাখ্যা দ্বারা তুলে ধরতে হয়।

- সাধারণ অর্থে সকল যোগাযোগ একই প্রক্রিয়ায় করা হয়ে থাকলেও উদ্দেশ্যভেদে এর উপাদানগুলোর প্রয়োগ ক্ষেত্র বিশেষ ভিন্নতর হয়ে থাকে।

প্রশ্ন হলো, ইকোট্যুর গাইড ও পর্যটকগণের মধ্যে এই যোগাযোগ কি ধরনের হয়ে থাকে?

এর উত্তরের জন্য প্রথমত যোগাযোগের সাধারণ ধারণা নিম্নে আলোচিত হলো:

যোগাযোগ

- সাধারণভাবে আমাদের জানা তথ্য, ধারণা, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামত সঠিকভাবে ও অর্থসহকারে অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্যভাবে বিনিময় করতে পারার প্রক্রিয়াই হলো যোগাযোগ।

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপদানসমূহ

- কে বলেছে? কি বলেছে? কাকে বলেছে? কিভাবে বলেছে? কি ফলাফল? এগুলো পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যোগাযোগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

উপরোক্ত প্রশ্নগুলো হতে যোগাযোগের নিম্নোক্ত উপাদানগুলি পাওয়া যায়:

- প্রেরক
- বার্তা
- মাধ্যম
- প্রাপক
- প্রতিবার্তা

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপরোক্ত উপাদানগুলি পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হয়ে চক্রাকারে কাজ করে।

যোগাযোগ চক্র

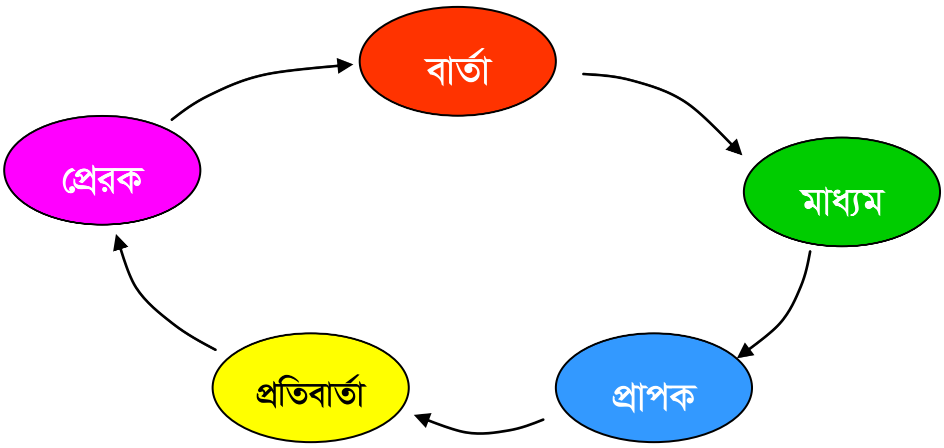

উপরের চক্রে দেখা যাচ্ছে প্রেরক বার্তা প্রেরণ করছে একটা মাধ্যমের সাহায্যে প্রাপকের কাছে। প্রাপক এই বার্তা পাওয়ার পর প্রতিবার্তা প্রেরকের কাছে ফিরে দিচ্ছে। প্রেরক প্রতিবার্তা পাওয়ার পর আবার নতুন বা পরিবর্তিত বার্তা প্রেরকের কাছে পাঠাচ্ছে। এভাবে যোগাযোগ একটি অবিরত চলমান প্রক্রিয়া হিসাবে কাজ করে।

যে কোন যোগাযোগের প্রধানত তিনটি পর্যায় থাকে, যথা- উৎস, প্রেরণ ও গ্রহণ। অর্থাৎ -

উৎস: বার্তা প্রেরণের জন্য কোন ব্যক্তি যখন মনে মনে চিন্তা করে তাকেই যোগাযোগের উৎস বলে ধরা হয়।

প্রেরণ: উক্ত বার্তা যার উদ্দেশ্যে কোন মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় সেটাই প্রেরণ।

গ্রহণ: যার উদ্দেশ্যে ঐ বার্তা পাঠানো হলো তিনি যদি তার মর্ম উদ্ধারে সক্ষম হন তাকে গ্রহণ বলা হয়।

যোগাযোগের এই তিনটি পর্যায়কে ভিত্তি ধরে পূর্ববর্ণিত উপাদানগুলো বিশ্লেষন করলে পরিবেশবান্ধব পর্যটনের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ব্যাখ্যার প্রকৃত দিকটি খুঁজে পাওয়া যায়:

পর্যায়/উপাদান	যোগাযোগ	প্রকৃতি ব্যাখ্যা
উৎস	উদ্দেশ্যসহ যোগাযোগে জড়িত কোন লোক বা দল।	দুটি উৎস: ● পর্যটক যা দেখছে সেই প্রাকৃতিক অবস্থান ● সংশ্লিষ্ট সংস্থা এখানে বন বিভাগ তথা সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন
প্রেরণ	উৎসের ভাব/ধারণা গ্রহণ ও ব্যাখ্যা দেয়া	● প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের মৌখিক বা চাক্ষুসমান বা অন্য কোন উপায়ে ব্যাখ্যাদান করা ● ব্যাখ্যাদানকারী হিসেবে পর্যটক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সম্পর্কিত থাকা
বার্তা	উৎসের উদ্দেশ্য	● শুধুমাত্র বার্তাই যদি উৎসের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে পর্যটকের নিকট তা উপস্থাপন করা ও সে অনুযায়ী পর্যটকের নিকট থেকে সাড়া পাওয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপিত হয় ● তবে প্রাকৃতিক অবস্থান যদি উৎস হয়, তাহলে পর্যটকের কাছে এটির কোন বার্তা বা উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু পর্যটক সেখান থেকে অর্থ খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। এর মাধ্যমে পর্যটক অনুপ্রাণিত ও বিনোদিত হতে পারেন এবং নিজেকে পুনঃআবিস্কার করতে পারেন
মাধ্যম	একটি বার্তা পরিবেশনের জন্য মাধ্যমের ব্যবহার আবশ্যিক। আন্তঃব্যক্তিক ও গণযোগাযোগ সম্পর্কিত মাধ্যম গুলো হচ্ছে : শ্রবন, দর্শন, এবং শ্রবন ও দর্শন	● প্রকৃতি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মাধ্যম হচ্ছে গাইডের মৌখিক উপস্থাপনা, সংকেত/চিহ্ন অথবা যথাস্থানে প্রদর্শনের মাধ্যমে কথাপোকথন।
গ্রহণ	বার্তা গ্রহণকারী উৎসের উদ্দেশ্য অনুযায়ী গ্রহণ করে	● পর্যটক ● বার্তা গ্রহণকারী নিজস্ব অনুভুতি বা বোধ অনুযায়ী ভেবে নেয়

<u>উন্মুক্ত আলোচনা:</u>

জানতে চান-

১. যোগাযোগ কি?
২. যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপদানসমূহ কি কি?
৩. পরিবেশবান্ধব পর্যটনের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ব্যাখ্যার প্রকৃত দিকগুলো কি কি?

অধিবেশন ১৯

রক্ষিত এলাকার আশপাশের পর্যটন স্থানসমূহের পরিচিতি

সময় : ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- রক্ষিত এলাকার আশপাশের বিভিন্ন পর্যটন স্থানসমূহের পরিচিতি জানবে ও সাধারন ধারণা দিতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	গুরুত্ব তুলে ধরা	০৫ মি	মানচিত্র উপস্থাপন	
০২	রক্ষিত এলাকার আশপাশের পর্যটন স্থানসমূহের পরিচিতি	২০ মি	দলীয় আলোচনা , লিখন ও উপস্থাপন	পোষ্টার পেপার, মার্কার, কসটেপ
০৩	দলীয় কাজ উপস্থাপন	৩০মি	দলীয় কাজ	পোষ্টার পেপার, মার্কার
০৪	উন্মুক্ত আলোচনা	০৫ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া:

- রক্ষিত এলাকার আশপাশের পর্যটন স্থানসমূহ যে পর্যটকদের নিকট বিশেষ গুরুত্ব বহন করে তা তুলে ধরুন।
- রক্ষিত এলাকার আশপাশের পর্যটন স্থানসমূহের উদাহরন দিন ; যেমন- সিলেটে পর্যটনের স্থানগুলো হল মাধবপুর লেক, মাধবকুন্ড, চা বাগান, সাত রঙের চা, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, রেমাকেলেংগা বন্যপ্রানী অভয়রান্য ইত্যাদি।
- প্রশিক্ষণার্থীরা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার আশপাশের পর্যটন স্থানসমূহের তালিকা প্রস্তুত করাবেন ও তা উপস্থাপন করাবেন।

<u>উন্মুক্ত আলোচনা</u>

জানতে চান-

- রক্ষিত এলাকার আশপাশের পর্যটন স্থানসমূহের নাম ও পর্যটন স্থান হিসাবে এর গুরুত্ব গুলো কি কি?

চতুর্থ দিন

অধিবেশন ২০

পরিবেশবান্ধব পর্যটকগনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও প্রদর্শনকালীন আচরণ

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- পরিবেশ বান্ধব পর্যটকগনের সাথে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করবে ও প্রদর্শনকালীন কি ধরণের আচরণ করা উচিত তা জানবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা:

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	পরিবেশবান্ধব পর্যটকগনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও প্রদর্শনকালীন আচরণ সম্পর্কিত আলোচনা	১০ মি	বক্তৃতা	
০২	প্রকৃতিবান্ধব পর্যটন গাইডদের জন্য ১২টি পরামর্শ	১৫ মি	আলোচনা	পোষ্টার পেপার,মার্কার, কসটেপ
০৩	সম্পর্ক স্থাপন ও প্রদর্শনকালীন আচরণ	৬০ মি	রোল প্লে	
০৪	উন্মুক্ত আলোচনা	০৫ মি		

প্রক্রিয়া:

- জানতে চান- পরিবেশবান্ধব পর্যটকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়োজন আছে কি?
- কোন স্থান প্রদর্শনকালে গাইডের আচার-আচরন কেমন থাকা ভাল বা উচিত?
- আলোচনার মাধ্যমে নীচের বিষয়গুলো আলোচনা করুন।

<u>পরিবেশবান্ধব পর্যটকগনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও প্রদর্শনকালীন আচরণ</u>

১২ টি পরামর্শের মাধ্যমে সহজে একজন ইকোট্যুরগাইড পরিবেশবান্ধব পর্যটকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবেন এবং প্রদর্শনকালীন সময় পর্যটকদের সাথে যে ধরনের আচরণ করবেন তা হল:

<u>প্রকৃতিবান্ধব পর্যটন গাইডদের জন্য ১২টি পরামর্শ</u>

১. প্রকৃতির শান্তিময় পরিবেশ উপভোগের সহযোগিতা প্রদান
২. কম কথা বলা
৩. নিরেট বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার উর্ধ্বে মানবীয় প্রাসঙ্গিকতাকে গুরুত্ব প্রদান
৪. প্রকৃতির প্রতি আপনার ভালবাসা-এটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক
৫. সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা
৬. প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান
৭. যথাযথ এবং মার্জিত ভাষার ব্যবহার
৮. নারীর সাথে যথাযথ ব্যবহার করা
৯. সাবধানতার বিষয় সম্পর্কে পূর্বেই বলা
১০. নিজে উপস্থাপনযোগ্য হওয়া
১১. প্রয়োজনীয় দ্রব্য সাথে রাখা
১২. পারিশ্রমিক সংক্রান্ত

উন্মুক্ত আলোচনাঃ

অধিবেশন শেষে শিক্ষণীয় বিষয় সমুহ অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান এবং রোল প্লে'র মাধ্যমে ভাল মন্দ দিক সমুহ তুলে ধরে আলোচনা করুন।

অধিবেশন ২১

রক্ষিত বন এলাকার ভৌগলিক ও জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত তথ্য এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পরিচিতি

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- রক্ষিত বন এলাকার ভৌগলিক ও জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত তথ্য এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানবেন ও বলতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	রক্ষিত বন এলাকার ভৌগলিক ও জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত তথ্য এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	৫০ মি	দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপন	পোষ্টার পেপার, মার্কার, কসটেপ
০২	দলীয় কাজ উপস্থাপন	৪০ মি	উপস্থাপনা	পোষ্টার পেপার, কসটেপ

প্রক্রিয়া:

- রক্ষিত বন এলাকার ভৌগলিক ও জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত তথ্য এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা গুরুত্ব বহন করে তা তুলে ধরুন।
- অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে ভাগ করে দলীয় কাজ দিন ও শেষে দল অনুযায়ী তা উপস্থাপন করবে ।
- অধিবেশন শেষে শিক্ষণীয় বিষয় সমুহ অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান এবং প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

উৎস: amardesrkotha.com

উৎস: dhakaholidays.com

উৎস:agefotostock.com

উৎস: promotebangla.blogspot.com

অধিবেশন ২২

রক্ষিত এলাকায় পরিবেশবান্ধব পর্যটনের লক্ষ্যে পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ পরিকল্পনা

সময় : ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- রক্ষিত এলাকা ভ্রমণের জন্য ভ্রমণ পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন তা জানবেন
- কিভাবে একটি ভ্রমণ পরিকল্পনা তৈরী করা যায় সে বিষয়ে বিশদভাবে জানবেন
- ভ্রমণ পরিকল্পনা তৈরী করতে পারবেন
- ভ্রমণ পরিকল্পনা তৈরীর সময় কি কি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন-তা চিহ্নিত করতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	ভ্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা	২০ মি.	বক্তৃতা	বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া
০২	রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণের সময় পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ পরিকল্পনা	৪০ মি.	দলীয় কাজ ও আলোচনা	বোর্ড, মার্কার, পোষ্টার পেপার, বোর্ডপিন
০৩	দলীয় কাজ উপস্থাপন	৪০ মি.	দলীয় আলোচনা	বোর্ড, মার্কার, পোষ্টার পেপার, বোর্ডপিন
০৪	উন্মুক্ত আলোচনা	০৫ মি.	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া ঃ

- সহায়ক, আলোচনার মাধ্যমে এবং পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে এই অধিবেশনটি পরিচালনা করবেন।
- সহায়ক, নমুনা ভ্রমণ পরিকল্পনাটি প্রশিক্ষনার্থীদের বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার পর, প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে তাঁদেরকে ভ্রমণ পরিকল্পনা তৈরীর জন্য দলীয় কাজ দিবেন।
- প্রশিক্ষনার্থীদের দলীয় কাজের শেষে, প্রতিটি দল থেকে একজন নির্বাচিত দলনেতা দলের তৈরী করা ভ্রমণ পরিকল্পনাটি উপস্থাপন করবেন।
- উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সহায়ক অধিবেশনটি শেষ করবেন।

পর্যটকের জন্য ভ্রমণ পরিকল্পনা :

- পর্যটকরা যখন কোন স্থানে ভ্রমণে যান তখন শুধুমাত্র একটি স্থান দেখার জন্য সাধারণত আসেন না।
- তাঁরা চান তাঁদের দেখতে আসা এলাকাটির আশেপাশে আরও যেসব দর্শনীয় স্থান আছে তাও যাতে ঘুরে দেখা যায়।

- এইজন্য একজন ইকোগাইডকে শুধুমাত্র তাঁর এলাকায় অবস্থিত রক্ষিত এলাকার সম্পর্কে জ্ঞান রাখলেই হবেনা, তাঁকে ঐ এলাকার আশেপাশে অবস্থিত অন্যান্য দর্শনীয় স্থান সম্পর্কেও ভাল ধারণা থাকতে হবে।
- পর্যটকদের চাহিদা অনুসারে সেসব স্থানেও তাঁদেরকে ভ্রমণে নেয়ার প্রস্তুতি একজন ইকোগাইডের থাকতে হবে।
- একজন পর্যটক যাতে সহজে জানতে ও বুঝতে পারেন যে তিনি কোথায় কোথায় যাচ্ছেন, কখন কোথায় থাকছেন-খাচ্ছেন ও সম্পূর্ন ভ্রমনে তাঁর কি পরিমান অর্থ ব্যয় হতে পারে- সেই জন্যই একটি ভ্রমণ পরিকল্পনার প্রয়োজন।
- পর্যটকের জন্য ভ্রমণ পরিকল্পনা তৈরী করে দিবেন একজন ইকোগাইড, কারণ পর্যটকের জন্য ঐ এলাকাটি পরিচিত নাও হতে পারে এবং পর্যটক নাও জানতে পারেন কোথায় কোন স্থানে কিভাবে যেতে হবে।
- একজন ইকোগাইড কিভাবে একটি ভ্রমন পরিকল্পনা তৈরী করবেন তার একটি নমুনা নিচে দেয়া হল।

উৎস:bangladesh-bdblogs.blogspot.com

নমুনা ভ্রমণ পরিকল্পনা

জনাব.....................................

আমাদের দেশ চির-সবুজ বন, ম্যানগ্রোভ বন, পাহাড় , লেক , সমুদ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এইসব সম্পদের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের জন্য আমাদের দেশ জনকপ্রিয়। বর্তমানে, এইসব সম্পদকে সঠিকভাবে রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। রক্ষিত এলাকা চিহ্নিত করার মাধ্যমে সরকার এইসব প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষন করছে।

আপনাদেরকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের দেশের রক্ষিত এলাকার মধ্যে অন্যতম কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান এ ভ্রমণের জন্য। অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ এই জাতীয় উদ্যানটি শুধুমাত্র চির সবুজ বনের জন্য বিখ্যাত নয়, এখানে আছে লেক, বিভিন্ন পাহাড়ী সম্প্রদায়ের মানুষ, পাহাড়ী নদী, ঝর্ণা ও বিভিন্ন বন্যপ্রানী। আপনাদের, এই অপার সৌন্দর্য্যে মন্ডিত এলাকাটি পরিভ্রমণের মাধ্যমে দেখানোর সুযোগ দেয়ার জন্য আপনাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, রক্ষিত এলাকা একটি সংরক্ষিত এলাকা বলে এখানে ভ্রমণের জন্য পর্যটকদের কিছু নিয়মাবলী মেনে চলতে হয়। আপনাদের সুবিধার্থে নিয়মাবলী গুলো সংযুক্ত করে দেয়া হল। আপনাদের চাহিদা অনুসারে, একটি ভ্রমণ পরিকল্পনা ও ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় আনুমানিক খরচের তালিকা নীচে দেয়া হল :

ভ্রমণ পথ : ঢাকা-কাপ্তাই-রাঙামাটি-ঢাকা

ভ্রমণের তারিখ : ৯ থেকে ১২ মার্চ, ২০১৪

ভ্রমণকারীর সংখ্যা : ৪ জন

ভ্রমণের নমুনা সিডিউল

দিন-১ (৯ মার্চ,২০১৪)		
গময়	**বিবরণ**	**মাধ্যম**
রাত ১০.০০	● ঢাকা হতে কাপ্তাই	নন-এসি/ এসি বাস

দিন-২ (১০ মার্চ,২০১৪)

সকাল ০৭.০০ - ১০.০০	● হোটেলে অবস্থান ● নাস্তা গ্রহণ ● বিশ্রাম গ্রহণ	হোটেল
সকাল ১০.০০-দুপুর ১.৩০	● কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে ২ঘন্টার ট্রেইলে ভ্রমণ ● মারমা পাড়া ভ্রমণ	হাঁটা
দুপুর ১.৩০-৩.০০	● দুপুরের খাবার গ্রহন ● বিশ্রাম গ্রহন	হোটেল
দুপুর ৩.০০- ৬.০০	● কাপ্তাই লেকে ও কর্ণফুলি নদী পরিভ্রমণ	নৌকা
রাত ৬.০০- ৮.৩০	● পরবর্তী দিনের কর্মসূচি আলোচনা ● ভ্রমণে সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা ● রাতের খাবার গ্রহন	হোটেল

দিন-৩ (১১ মার্চ,২০১৪)

সকাল ৬.০০-৮.০০	● কাপ্তাই থেকে রাঙামাটি	বাস
সকাল ৮.০০-৮.৩০	● নাস্তা গ্রহন	রেস্টুরেন্ট
সকাল ৮.৩০- দুপুর ১.৩০	● নৌকা যোগে সুভলং ঝর্ণা ও আশেপাশের স্থান ভ্রমণ ● ঝর্ণা ও লেকে গোসল করা/ সাতার কাঁটা	ইঞ্জিনচালিত নৌকা
দুপুর ১.৩০-৩.০০	● দুপুরের খাবার গ্রহন (চাকমা সম্প্রদায়ের তৈরী খাবার) ● স্বাস্থ্য বিরতি	চাকমাদের রেস্টুরেন্ট
দুপুর ৩.০০-৪.৩০	● বৌদ্ধ মন্দির ও চাকমা রাজপ্রাসাদ ভ্রমণ	
দুপুর ৪.৩০- সন্ধ্যা ৭.৩০	● লোকজ হস্তশিল্পের দোকান, সুভেনিয়রের দোকানে কেনাকাটা ও ঘোরা	অটোরিক্সা ও হাঁটা
রাত ৮.০০	● রাতের খাবার গ্রহন	হোটেল
রাত ১০.৩০	● রাঙামাটি হতে ঢাকা	এসি বাস

দিন-৪ (১২ মার্চ,২০১৪)

সকাল ৭.৩০	● ঢাকায় পৌছানে ● নিজ নিজ গন্তব্যে যাওয়া	

ভ্রমণের নমুনা খরচাদি :

খাত	বিবরণ	মোট
১. বাস ভাড়া (ঢাকা-কাপ্তাই-রাঙামাটি-ঢাকা)	টা.২০০০/- *৪ জন	টা.৮০০০/-
২. সকালের খাবার	টা.৫০/- *২দিন *৪জন	টা.৪০০/-
৩. দুপুরের খাবার	টা.২৫০/- *২দিন *৪জন	টা.২০০০/-
৪. রাতের খাবার	টা.২৫০/- *২দিন *৪জন	টা.২০০০/-
৫. হোটেল (থাকা)	টা.১০০০/- *১.৫দিন *২রুম	টা.৩০০০/-
৬. কাপ্তাই এর ভিতরে যাতায়ত খরচ	টা.৫০০/- *৪জন	টা.২০০০/-
৭. রাঙামাটির ভিতরে যাতায়ত খরচ	টা.৭৫০/- *৪জন	টা.৩০০০/-
৮. গাইড	টা.২০০০/- *২দিন	টা.৪০০০/-
	মোট	**টা.২৪,৪০০/-**

শর্তাবলী ও পর্যটকদের করণীয় :

১. ঢাকা হতে আসা ও যাবার সময় পথ মধ্যে খাবারের খরচ পর্যটকদের নিজেদের বহন করতে হবে।
২. স্থানীয় দোকান থেকে কেনা-কাটা নিজ খরচে করতে হবে।
৩. ভ্রমণসূচীর বাইরে কোন ভ্রমন পরিকল্পনা করলে - তার জন্য আলাদা খরচ যুক্ত হবে।
৪. ভ্রমণের খরচ শুরুতে অর্ধেক ও শেষে বাকী অর্ধেক পরিশোধ করতে হবে।
৫. রক্ষিত এলাকা ভ্রমণের সময় করনীয় ও বর্জনীয় কাজগুলো মেনে চলার জন্য পর্যটকদের অনুরোধ করা যাচ্ছে।
৬. ভ্রমনের সময়কাল গরম বলে- পর্যটকদের সুতির হালকা পোষাক পরিধান, সানগ্লাস, ছাতা, পানির বোতল ও সহজে বহনযোগ্য ছোট ব্যাগ সাথে।

আপনাদের সাথে ইকোগাইড হিসাবে কাজ সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত।

ভ্রমণ সংক্রান্ত যেকোন প্রকার প্রয়োজনে আমার সাথে , মোবাইল নং............................... তে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি।

আপনাদের ভ্রমণের আনন্দদায়ক করার ব্যপারে আমি সদা সচেষ্ট থাকবে।

ধন্যবাদান্তে,
....

উন্মুক্ত আলোচনা :

- সহায়ক, অংশগ্রহনকারীদের উপস্থাপিত ভ্রমণ পরিকল্পনার উপর আলোচনা ও প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে অধিবেশনটি শেষ করবেন।

অধিবেশন
২৩

কার্য পরিকল্পনা তৈরী

সময় : ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: এই প্রশিক্ষণ শেষে -

- প্রশিক্ষণার্থীরা তাঁদের ভবিষ্যত কার্য পরিকল্পনা তৈরী করবেন
- একজন ইকোগাইড হিসাবে কাজ করার জন্য তাঁদের কি কি পদক্ষেপ নিদে হবে- তার ধারাবাহিকতা বুঝতে পারবেন ও ভবিষ্যতের কাজগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- প্রশিক্ষণের শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু থেকে অংশগ্রহণকারীরা দক্ষতা অর্জন ও ভবিষ্যতে তাঁদের কর্মক্ষেত্রে কিভাবে কাজে লাগাবেন তা চিহ্নিত করতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষন সহায়ক
০১	কার্য পরিকল্পনা তৈরী	৬০ মি	দলীয় আলোচনা,বক্তৃতা, প্রশ্ন-উত্তর, উন্মুক্ত আলোচনা	পোষ্টার পেপার, মার্কার,বোর্ড

প্রক্রিয়া ঃ

- প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে, প্রশিক্ষণার্থীরা তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের জন্য আগামী ৬ মাস বা ১ বছরের জন্য কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করবেন।
- এই কর্মপরিকল্পনায় তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যতের কাজ-কর্মগুলো ঠিক করবেন এবং তাঁদের কাজের পদক্ষেপ গুলো চিহ্নিত করবেন।
- সহায়ক এই বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সাহায্য করবেন।

সমাপনি অধিবেশন

প্রশিক্ষণ পরবর্তী শিখন যাচাই , প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন, প্রত্যাশা যাচাই ও প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান

সময় : ৬০ মিনিট

প্রশিক্ষণ পরবর্তী শিখন যাচাই

- অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে বলা যেতে পারে যে, এই প্রশিক্ষণ থেকে আমরা যা জেনেছি বা ধারণা অর্জন করেছি তা একটি লিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেরাই নিজেদের যাচাই করবো
- এক্ষেত্রে প্রত্যেকে একটি নির্ধারিত ফরমেটে সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণে আলোচ্য বিষয়গুলোর উপর শিখন যাচাই করবেন। ফরমেটে আরো খালি জায়গা আছে যেখানে সাধারণ মন্তব্য ও সুপারিশসমূহ লিখতে পারবেন
- এপর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের একটি করে কোর্স শিখন যাচাই ফরমেট সরবরাহ করা হবে যা তাদেরকে পূরণ করতে অনুরোধ করা হবে এবং সহায়ক সেগুলি সংগ্রহ করবেন পুনরায় বিশ্লেষণ করার জন্য (সংযোজনী-২)
- সহায়ক কোর্স শিখন যাচাই ফরমেটগুলি থেকে প্রশিক্ষণে আলোচিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণ শিখন যাচাই পর্বটির সমাপ্তি ঘোষণা করবেন এবং সমাপনী সেশনে যোগদানের জন্য সকল অংশগ্রহণকারীদের আহবান করবেন।

প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন

- প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে, প্রশিক্ষণার্থীরা সকল অধিবেশনের ও প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন করবেন।
- সহায়ক, প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন যাচাই সংযোজনী-৪ এ উল্লেখিত নমুনা অনুসারে করতে পারেন।

প্রত্যাশা যাচাই

- সহায়ক, প্রশিক্ষনের শুরুতে নেয়া অংশগ্রহনকারীদের প্রত্যাশাগুলোর পুনঃআলোচনা করবেন।

প্রশিক্ষণ সমাপনী পর্ব ঃ

- সহায়ক বন বিভাগ/মৎস্য অধিদপ্তর/পরিবেশ অধিদপ্তরের স্থানীয় অফিস/জেলা কর্মকর্তা পর্যায়ের প্রতিনিধি, অঞ্চল প্রতিনিধি অথবা অন্য প্রতিনিধি যাঁরা প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবেন
- প্রথমতঃ সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ২/৩ জনকে প্রশিক্ষণে তাদের শিক্ষণীয় বিষয় ও অনুভূতি সম্পর্কে, এবং গঠন মূলক সুপারিশসমূহ ও সহায়ক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলার জন্য আহবান করবেন
- তারপর সহায়ক আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথিদের একজন একজন করে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে সমাপনী বক্তব্য দেওয়ার অনুরোধ করবেন যাতে তাঁরা কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ভালভাবে বাস্তবায়নের করতে পারেন
- এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে ধন্যবাদ জানাবেন ও তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, গঠনমূলক সহায়তা, এবং সহায়কদের সর্বদা সাহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন এবং প্রশিক্ষণ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

প্রশিক্ষণ পূর্ব শিখন যাচাই পত্র (নমুনা)

প্রশিক্ষণার্থীর নাম : ....

প্রতিষ্ঠানের নাম: .... তারিখ : ....

কর্ম এলাকার নাম: .... সময় : ১০ মিনিট

(সঠিক উত্তরের ঘরে √ চিহ্ন দিন)

ইং	প্রশ্ন	প্রশিক্ষণ পূর্ব	
		হ্যাঁ	না
প্রশ্ন ১	বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের বাইরে এক মাইলের মধ্যে বন্যপ্রাণী শিকার করা যাবে কি?		
প্রশ্ন ২	ইকোট্যুরিজম কি শুধু প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ করলেই হয় ?		
প্রশ্ন ৩	পরিবেশবান্ধব পর্যটনে পর্যটকের সংখ্যা কি কম থাকে?		
প্রশ্ন ৪	পরিবেশবান্ধব পর্যটন গাইডের প্রধান ৩টি যোগ্যতাগুলো কি জ্ঞান, শিক্ষা ও দক্ষতা?		
প্রশ্ন ৫	রক্ষিত এলাকায় প্রদর্শন ও তথ্যকেন্দ্রের প্রয়োজন আছে কি?		
প্রশ্ন ৬	রক্ষিত এলাকা প্রদর্শনকালীন সময় অতিরিক্ত খাবার বন্যপ্রানীকে দেয়া যাবে কি?		
প্রশ্ন ৭	পরিবেশবান্ধব পর্যটনে ইকোগাইডের প্রয়োজন আছে কি?		
প্রশ্ন ৮	ইকোগাইডকে কি রক্ষিত এলাকার উদ্ভিদ, বন্যপ্রানী ও পাখি চেনার প্রয়োজন আছে?		
প্রশ্ন ৯	শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের মাধ্যমই কি 'যোগাযোগ' হয়?		
প্রশ্ন ১০	ইকোগাইডকে কি এলাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে হবে?		

প্রশিক্ষণ পরবর্তী শিখন যাচাই পত্র (নমুনা)

প্রশিক্ষণার্থীর নাম : ....

প্রতিষ্ঠানের নামঃ .... তারিখ : ....

কর্ম এলাকার নামঃ .... সময় : ১০ মিনিট

(সঠিক উত্তরের ঘরে √ চিহ্ন দিন)

নং	প্রশ্ন	প্রশিক্ষণ পরবর্তী	
		হ্যাঁ	না
প্রশ্ন ১	বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের বাইরে এক মাইলের মধ্যে বন্যপ্রাণী শিকার করা যাবে কি?		
প্রশ্ন ২	ইকোট্যুরিজম কি শুধু প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ করলেই হয় ?		
প্রশ্ন ৩	পরিবেশবান্ধব পর্যটনে পর্যটকের সংখ্যা কি কম থাকে?		
প্রশ্ন ৪	পরিবেশবান্ধব পর্যটন গাইডের প্রধান ৩টি যোগ্যতাগুলো কি জ্ঞান, শিক্ষা ও দক্ষতা?		
প্রশ্ন ৫	রক্ষিত এলাকায় প্রদর্শন ও তথ্যকেন্দ্রের প্রয়োজন আছে কি?		
প্রশ্ন ৬	রক্ষিত এলাকা প্রদর্শনকালীন সময় অতিরিক্ত খাবার বন্যপ্রানীকে দেয়া যাবে কি?		
প্রশ্ন ৭	পরিবেশবান্ধব পর্যটনে ইকোগাইডের প্রয়োজন আছে কি?		
প্রশ্ন ৮	ইকোগাইডকে কি রক্ষিত এলাকার উদ্ভিদ, বন্যপ্রানী ও পাখি চেনার প্রয়োজন আছে?		
প্রশ্ন ৯	শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের মাধ্যমই কি 'যোগাযোগ' হয় ?		
প্রশ্ন ১০	ইকোগাইডকে কি এলাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে হবে?		

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলিহুডস্ (ক্রেল)

পরিবেশবান্ধব পর্যটন গাইড বিষয়ক প্রশিক্ষণ

স্থান/ভেন্যু:.......................................

তারিখ :..................................

ক্রমিক নং	অংশগ্রহনকারীর নাম	প্রতিষ্ঠান ও পদবি	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর

প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন (নমুনা)

নং	বিষয়	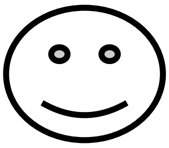 ভালভাবে পূরণ হয়েছে	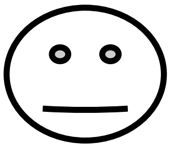 মোটামুটি পূরণ হয়েছে	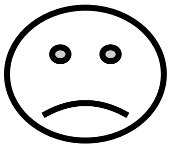 পূরণ হয়নি
১	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য অর্জন হয়েছে			
২	প্রশিক্ষকের সহায়তা প্রদান সহজ ছিল			
৩	প্রশিক্ষণের সার্বিক ব্যবস্থাপনা			
৪	প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়গুলো সহজভাবে উপস্থাপিক হয়েছে			
৫	প্রশিক্ষণের উপকরণগুলো ঠিকমত পাওয়া গিয়েছে			